ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■6 September, 2023 ■আগরতলা ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ■ ১৯ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে বক্সনগর কেন্দ্রে ৮৯.২ শতাংশ, ধনপুরে ৮৩.৯২ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার ৫ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভার দুইটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ২৩ ধনপুর কেন্দ্রের ছান্দুল লাইলংবাড়ি এলাকায় ভোট দান কে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যাপক উত্তেজনা।ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ধনপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটদান প্রক্রিয়া। সাধারণ জনগণ উৎসাহের সাথে ভোটদান করতে আসে।ছান্দুল লাইলংবাড়ি এলাকাটি সম্পূর্ণ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা। দুপুর আনুমানিক দেড়টা নাগাদ কিছু বহিরাগত লোক ভোট দিতে আসলে তাদের বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সিপিআইএম ও বিজেপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ২০-বক্সনগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন আজ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০-বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮৯.২ শতাংশ ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৮৩.৯২ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০-ব'নগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ৫১টি ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ৫৯টি।

দুই কেন্দ্রে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়ায় অভিনন্দন প্রদেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় দুই কেন্দ্রে উবনির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।কোথাও রাজনৈতিক হিংসা সংগঠিত হয়নি। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ উপনির্বাচন সংগঠিত করার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

তাঁর কথায়, উপনির্বাচনে দুই কেন্দ্রে উৎসবের মেজাজে গণদেবতারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। গণদেবতারা উন্নয়নের নিরিখে ভোটদান করেছেন। কারণ, সাধারণ জনগন বুঝতে পেরেছেন ডাবল ইঞ্জিন সরকার ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে দুটি কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা ১০০ শতাংশ বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন।

এদিন তিনি বলেন, আজ ২০-বক্সনগর ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রেরসুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজ্যের নির্বাচন কমিশন সহ
আরক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আজ সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে মানুষ ভোট দিয়েছেন। সব জায়গায় ভোটারদের সরব উপস্থিতি ছিল। বিরোধীদের বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্রের আবহে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাটা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। যা জনগণের সহায়তায় সম্ভব হয়েছে। আজকের এই দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতিও ছিল আশাব্যঞ্জক।

শ্রী ভট্টাচার্য্য আরও বলেন, সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ভোট প্রদান প্রমাণ করে যে আজকের নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগর ও ধনপুরে পুনঃ ভোটের দাবি সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। উপনির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রে পুন: ভোট চাইল সিপিএম। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই দাবি জানিয়েছেন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি উপনির্বাচনে সন্ত্রাসের জন্য বিজেপিকে নিশানা করেছেন।

তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে শাসক দল বিজেপি বহিরাগতদের মদতে ভোটে ব্যাপক রিগিং করেছে। সিপিএমের পোলিং এজেন্টরা এদিন ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারেননি। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো চিঠিতে জিতেন্দ্র লেখেন, বক্সনগর কেন্দ্রে ১৬ জন এবং ধনপুর কেন্দ্রে ১৯ জন পোলিং এজেন্ট ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে পেরেছেন। তাঁদেরকেও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোট কেন্দ্র থেকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপির আশ্রিত দুর্বৃত্তরা। এদিন তিনি সন্ত্রাসের জন্য মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে সরাসরি নিশানা করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনের ভোট প্রহসন ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় দুটি কেন্দ্রে উপনিবার্চনে ভোট প্রহসন চলছে।আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে উপনির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

শ্রী সাহার অভিযোগ, একটা প্রহসন নতুন করে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে।গতকাল রাতে থেকেই সাধারণ মানুষকে ভয় ভীতি ও হুমকি দিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। উপনির্বাচনে ভোটের নামে প্রহসন চলছে।

তাঁর কথায়, অনেক জায়গা থেকে জানা গিয়েছে শাসক দলের কর্মীরা জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে।তাঁদের মতামত জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভারত জোড়ো যাত্রার বর্ষপূতিতে পদযাত্রা ৭ ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ভারত জড়ো যাত্রার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের সবকটি জেলায় এক ঘন্টা পদযাত্রা কর্মসূচীর আয়োজন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক বৈঠক শেষে একথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তিনি বলেন সব কয়টি জেলায় এদিন এক যোগে পদযাত্রা সংগঠিত করা হবে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এই পদ।

ভোট দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় বক্সনগর ও ধনপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে।ইতিমধ্যে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বড়নারায়ণ স্কুলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন প্রতিমা ভৌমিক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে ধনপুরে বিজেপিকে জয়ী করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে জনগণ, এবারও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য ভিত্তিক শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষার উন্নয়নে আগামী ৫ বছরে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে গুণগতমানের শিক্ষা প্রসারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। উন্নততর শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছরে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে ৬২তম রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ মহান দার্শনিক ড় সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অপর্ণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই শিক্ষক হওয়ার প্রবণতা থাকে। একজন শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান ও তাদের উপদেশ শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে রেখাপাত তৈরী করে, যা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে। রাজ্যের ছেলে মেয়েদের প্রতিভা কোনও অংশেই কম নয়। শিক্ষক শিক্ষিকাদের গতানুগতিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিকেও বিদ্যালয়ের পাঠদানে গুরুত্ব দিতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে আগামীদিনে পুরো পৃথিবী তাদের মুঠোয় থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রায় ৩৪ বছর পর শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবের সাথে মিল রেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুটমিলের শ্রমিক-কর্মচারীদের

সংশোধিত বেতনক্রম ও ভাতা প্রদানের জন্য উচ্চ আদালতের রায় বহাল সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। জুট মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের ০১.০১.১৯৯৬ সন থেকে সংশোধিত বেতনক্রম ও বিভিন্ন ভাতা প্রদান করার জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়কে বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। জুটমিল ও রাজ্য সরকারের দায়ের করা এস.এল.পি ৪ঠা সেপ্টেম্বর খারিজ করেছে বিচারপতি জে. কে. মহেশ্বরী ও বিচারপতি কে.ভি. বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ। ত্রিপুরা জুট মিলের স্পেশাল লীভ পিটিশন খারিজ করার সংবাদ গতকাল আগরতলায় পৌছামাত্রই কয়েক হাজার প্রাক্তন ও বর্তমান শ্রমিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ খুশিতে মেতে উঠেন।

চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক, রাজ্য সরকারের অধীন ৩৩টি পি এস ইউর মধ্যে ৩২ টি পিএস ইউর শ্রমিক কর্মচারীদের সংশোধিত বেতন ক্রম প্রদান করা হয় ০১.০১.১৯৯৬ থেকে বিভিন্ন ভাতা সমেত। অন্যদিকে জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনক্রম সংশোধন করা হয় ০১.০৪.১৯৯৯ থেকে। কোন রকম ভাতা তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। এর ফলে ৩২টি পি এস ইউর শ্রমিক কর্মচারীদের তুলনায় জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতিমাসে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা বেতন ভাতা বাবদ কম পেতেন। জুট মিলের অফিসাররাও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কনস্টেবল প্রশিক্ষণে দেশের সেরা পুরস্কার পেল কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কনস্টেবল প্রশিক্ষণের জন্য ত্রিপুরার কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি সেরা পুরস্কার পেয়েছে। আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ত্রিপুরা পুলিশের হাতে ওই পুরস্কার তুলে দিয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় ত্রিপুরা পুলিশ জানিয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে কনস্টেবল প্রশিক্ষণের জন্য দেশের সেরা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি পুরস্কৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব ওই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপালের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩২৪ ▫ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ১৯ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নির্বিঘ্নে গণতন্ত্রের উৎসব

ভারত বর্ষ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের যেমন অধিকার স্বীকৃত ঠিক তেমনি গণতন্ত্রের প্রতি জনগণ দায়িত্বশীলও বটে। ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্যতম অধিকার। জনগণের ভোটে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন রাজ্যের ,দেশের কিংবা সাহিত্য শাসিত সংস্থার জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হইয়া থাকে। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্য মঙ্গলবার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জনগণ তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। জনগণ যাহাতে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন সেই জন্য প্রশাসনের তরফ হইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করিতে এই ধরনের ভোট প্রক্রিয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণও বটে। চিরাচরিত ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াই রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে উৎসবের মেজাজে ভোট হইয়াছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে উপনির্বাচন হইয়াছে সিপাহিজলা জেলার ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দুটি বিধানসভায় সরাসরি লড়াই হইয়াছে সিপিএম ও বিজেপির ।ইন্ডিয়া জোটকে গুরুত্ব দিয়া দুটি আসনে প্রার্থী না দিয়া বামেদের সমর্থন জানাইয়াছে কংগ্রেস । প্রার্থী দেয়নি ত্রিপুরার বিরোধী দল তিপ্রা মথাও। তাহারা কোনও দলকেই সমর্থন করিতেছে না বলিয়া জানাইয়াছে। কংগ্রেস দল সরাসরি ভোটে না দাঁড়াইলেও ভোটে মারাত্মক রিগিংয়ের অভিযোগ জানাইয়াছে।বক্সনগরে বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল হোসেনের প্রতিপক্ষ সিপিএম প্রার্থী মিজান হোসেন এই কেন্দ্রের প্রয়াত বিধায়ক সামসুল হকের ছেলে। আর ধনপুরে বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথের লড়িয়াছেন সিপিএমের কৌশিক চন্দ। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগ্রহণ করা হয়। মোতায়েন করা হয়১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ৮ কোম্পানি ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে, ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া। ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের বাসিন্দারা প্রতিবার কাঁটাতার পার হইয়া ভোট দিতে আসেন। এবার ধনপুর ও বক্সনগর বিধানসভার উপনির্বাচনেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভোটারদের আক্ষেপ, কাঁটাতার পেরোতে গেলে প্রায়ই বিএসএফের হাতে হেনস্থার শিকার হইতে হয়। প্রয়োজনে পাশে পাওয়া যায় না কোনও রাজনৈতিক দলকেই। তবুও প্রতিবার জিরো পয়েন্টের এই বাসিন্দারা গণতন্ত্রের উৎসবে যোগ দেন। উপনির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রে পুন: ভোট চাইল সিপিএম। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এই দাবি জানাইয়াছেন সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি উপনির্বাচনে সন্ত্রাসের জন্য বিজেপিকে নিশানা করিয়াছেন।তাঁহার দাবি, উপনির্বাচনে শাসক দল বিজেপি বহিরাগতদের মদতে ভোটে ব্যাপক রিগিং করিয়াছে। সিপিএমের পোলিং এজেন্টরা এদিন ভোট কেন্দ্রে ঢুকিতে পারেননি। ভোটারদের ভোট দানে বাধা দেওয়া হইয়াছে। অথচ, পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে। তাই, বক্সনগর এবং ধনপুর কেন্দ্রে সমস্ত বুথে পুনরায় ভোট হোক, সিপিএম দাবি জানাইয়াছে।

রাজ্যের দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণের নামে নতুন করে প্রহসন নাটক মঞ্চস্থ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ কংগ্রেস। উপনির্বাচন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে গিয়া এই ধরনেরই মন্তব্য করিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি বলিয়াছেন বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট এবং কর্মী সমর্থকদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার হুলিয়া জারি করিয়াছে শাসক দল। শাসক দলের কর্মীরা জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ নিজের ভোট নিজে দিবেন সেটাই ভোটারদের অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার বারবার ক্ষুন্ন হইতেছে বলিয়া অভিযোগ। জনগণের ওপর তাহাদের আত্মবিশ্বাস নাই বলিয়াই ভোটকেন্দ্রে যাইতে আগাম বাধা ও হুলিয়া জারি করিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করে কংগ্রেস। উপভোটের নামে এ ধরনের প্রহসন রাজ্যের জনগণ কোনোভাবেই মানিয়া নিবেন না বলিয়াও মনে করে কংগ্রেস দল। উল্লেখ্য, বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে কংগ্রেস দল কোন প্রার্থী দেয়নি। সরাসরি সিপিআইএম প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আবেদন না জানাইলেও এই রাজ্যেও ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী করিবার লক্ষ্যেই তাহারা প্রার্থী না দেওয়ার কৌশল নিয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোটাও গণতান্ত্রিক অধিকারের অঙ্গ। স্বাভাবিক কারণেই বিরোধী দল গুলোর তরফ হইতে দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া যেসব অভিযোগ উঠিয়াছে সেগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন দপ্তরের কর্মকর্তাদের ওপর। ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পূর্ণ হইবার পর বৈদ্যুতিন ভোটিং মেশিন গুলি ইতিমধ্যেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সুরক্ষিত রুমে রক্ষিত রহিয়াছে। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ভোট গণনার মধ্য দিয়া জনগণের রায় ঘোষণা হইবে। প্রতীক্ষায় গণদেবতারা।

৬ সেপ্টেম্বর দু”দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অংশ নেবেন দু”টি সম্মেলনে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল, ৬ সেপ্টেম্বর দু”দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়া সফরে যাচ্ছেন। দু”দিনের এই সফরে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দু”টি সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি ২০-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে এবং ১৮-তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করবেন। গত বছর ভারত-আসিয়ান সম্পর্ক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হওয়ার পর, আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলন হল প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এটি ভারত-আসিয়ান সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং সহযোগিতার ভবিষ্যত দিক নির্দেশ করবে। পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন আসিয়ান দেশগুলির নেতাদের এবং ভারত-সহ আটটি সংলাপ অংশীদারদের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক তাৎপর্য্যের বিষয়ে মতামত বিনিময় করার সুযোগ প্রদান করবে।

কমলনাথকে দুষলেন অমিত শাহ, বললেন এই ”দুর্নীতি নাথ” ৫১টিরও বেশি জনকল্যাণ প্রকল্প বন্ধ করেছিল

মন্ডলা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মন্ডলায় জন আশীর্বাদ যাত্রার সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠান থেকে তিনি মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ ও পূর্বতন কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করেছেন। কমলনাথকে ”দুর্নীতি নাথ” আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ’এই দুর্নীতির নাথের দ্বারা ৫১টিরও বেশি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ করা হয়েছিল... মুখ্যমন্ত্রীর দফতর অর্থ সংগ্রহের অফিসে পরিণত হয়েছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি ”দুর্নীতি ওয়ার্কিং কমিটিতে পরিণত হয়েছিল”।’কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের শেওপুরেও ভারতীয় জনতা পার্টির জন আশীর্বাদ যাত্রার উদ্বোধন করবেন। নির্ধারিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী অমিত শাহ বেলার দিকে জবলপুর বিমানবন্দরে পৌঁছন। তারপর তিনি মন্ডলায় উপস্থিত হবেন। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশীর্বাদ যাত্রার শুভারম্ভ করে জনসভায় ভাষণ দেন।

হিমবাহের অপরূপ সৌন্দর্য, প্রভাব ও বিজ্ঞান

নাভিদ সালেহ

হিমবাহ বা গ্লেসিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা আমার বহুকালের। ছেলেবেলায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের তথ্যচিত্রে বরফের বড় বড় খণ্ড ভেঙে পড়ার দৃশ্য আমাকে আলোড়িত করত। ভাবতাম, এ পাহাড়প্রমাণ বরফের স্তর যে ভেঙে পড়ছে, এটি বোধ করি হিমবাহ। বাংলাদেশে সুউচ্চ পর্বতমালা নেই। তার ওপর আমাদের দেশ মেরু অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। দুয়ে মিলে হিমবাহ কেবল কৌতূহলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বরফের এই প্রকাণ্ড জমাট প্রাকৃতিক কাঠামোকে অচেনা ও অনেকটা অপার্থিব বলে মনে হতো। এ অচেনা প্রকৃতির সঙ্গে যে একদিন সাক্ষাৎ হবে, পরিচয় হবে, একে নিয়ে যে আমি গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারব, তা কল্পনায় আসেনি তখনো।

অপার্থিব এ হিমবাহ প্রথম স্বচক্ষে দেখতে পাই ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে। তবে দূর থেকে। পানিবিষয়ক একটি নতুন গবেষণার কাজে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা যেতে হয়েছিল সেই বছর। তখন শীত এসে গেছে আলাস্কায়। চারপাশ তুষারে ঢেকে আছে। আমরা কিনিক আদিবাসী গোত্রের সঙ্গে অ্যাঙ্করেজের কাছের কিছু গ্রামে পানির গুণাগুণ বিচারে ব্যস্ত। কিনিক গোত্র থেকে একলুটনা গোত্র, তারপর টাইওনেক গ্রাম। গবেষণার কাজ শেষে আলাস্কার পূর্ব প্রান্তে গ্লেন অ্যালেন নামের একটি জায়গায় যাওয়ার সময় রাজপথের ডান দিকে থামলাম। আদিবাসী সহগবেষক আমাকে দেখালেন দূরে অবস্থিত হিমবাহটি। প্রথমে খুঁজে পেতে খানিক বেগ পেতে হলো। পরে দেখলাম, দূরে পাহাড়ের ফাঁকে সাদা বরফের আবরণসূর্যের আলোয় চিকচিক করছে যেন। আমি শিশুতোষ ভালো লাগায় চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম, ‘ওই যে গ্লেসিয়ার। আমি গ্লেসিয়ার দেখছি।’ এ উচ্ছ্বাস দেখে আমার আদিবাসী বন্ধু হাসলেন খুব। তবে হিমবাহের সঙ্গে এ সাক্ষাৎ অসম্পূর্ণ ঠেকল। দেখা হলো, তবে তা এত দূর থেকে যে পরিচয় হলো না যেন। পণ করলাম, এ ঘুমন্ত জমাট নদীকে নিয়ে আমার গবেষণা করতে হবে। অচেনা এ অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত আমাকে হতেই হবে।

সে সংকল্পে ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদে একটি গবেষণা প্রস্তাব লিখি আমি। অনুদান চাই। মাস চারেক পর জানতে পারি, এ প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমবাহের গলন কী করে হচ্ছে এবং এতে পানির রাসায়নিক ও জৈবিক গুণ কী করে পাল্টাচ্ছেএ নিয়ে গবেষণা। আমি দিন গুনছি। ২০২১ সালের আগস্ট মাস। আমার দু’জন ছাত্র, ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কা ফেয়ারব্যাংকসের সহগবেষক এবং আমাদের আদিবাসী বন্ধু। আমরা সবাই এক্সিট গ্লেসিয়ার নামের একটি হিমবাহে পানি ও বরফের নমুনা সংগ্রহ করতে যাব। জানলাম, এ হিমবাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পাহাড়ে চড়তে হবে। এ সময়ে আলাস্কায় বৃষ্টি হয়।

তখন সকাল আটটা। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। আমাদের আটজনের দল, চারজন ট্যুর গাইড সঙ্গে যুক্ত হলো। এলাকাটি কিনাই ফিয়র্ড ন্যাশনাল পার্কের আওতায় পড়ে। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা পাহাড় বেয়ে উঠছি। পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা আমার প্রায় শূন্যের কোঠায়। পায়ের আঙুলে চাপ পড়ছে। আমার জুতা পর্বতারোহণের জন্য উপযুক্ত ছিল না। যাহোক, দুই ঘণ্টা পর পাহাড়ে একটা সমতল জায়গায় এসে থামলাম। সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল হিমবাহ। নানা শেডের নীলে মাখামাখি এক বরফের নদী। আমি বেগুনি রঙের ফায়ারউইডের ফাঁকে সাদা ও নীলের নকশা করা হিমবাহ দেখছি অবাক চোখে। এরপর আধা ঘণ্টা পাহাড় বেয়ে নামার পর হিমবাহের গায়ে পা রাখলাম। জানলাম, উষ্ণায়নের কারণে এক্সিট গ্লেসিয়ার পিছু হটেছে বা রিসিড করেছে প্রায় তিন কিলোমিটারের মতো। এখন হিমবাহটি নিঃশেষিত প্রায়। আমরা পায়ে ক্র্যাম্পন পরে হাতে হাইকিং সাপোর্ট (বা লাঠি) নিয়ে হিমবাহের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম।

হিমবাহের সঙ্গে এই আমার প্রথম করমর্দন। শীতল আপাতত স্থবির এই বরফের নদী আদতে চলমান। চুপ করে শুনলে হিমবাহ নিঃসৃত জলের বহতা স্রোত শোনা যাবে। মাঝেমধ্যে বরফের খণ্ড ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ মনে করিয়ে দেবে এর ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের কথা। যেখান দিয়ে হিমবাহ পিছু হটে, সেখানে বনানী গড়ে ওঠে। তাতে বুনো ফুল হয়, ফল ধরে। তবে হিমবাহের গায়ে কোনো উদ্ভিদ নেই। একে তাই আরও প্রাণহীন বলে মনে হয়। তবে হিমবাহের কাছাকাছি এলে, এর সৌন্দর্যে অবগাহন করে সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর এই জমাট নদীর বয়ে চলা, তার শব্দ, এমনকি গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আমি পেয়েছি। কী জানি? হয়তো এই অচেনা প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যের, নিবিড় সম্বন্ধ তৈরির আকুতি ছিল বলে আমার কাছে সে এমন করে ধরা দিয়েছে।

হিমবাহের রূপ সত্যিই অশরীরী। পাহাড়ি হিমবাহ বরফের ভারে উপত্যকা বেয়ে নিচে নামতে থাকে। নামার সময় পাহাড়ের গা ঘষে পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। তৈরি করে মোরেইন। বরফের স্তর কয়েক ফুট থেকে কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। বরফের উপরিতল এই গতিময়তায় ভেঙে যায়, তৈরি করে খাঁড়ি। কোনোটি ছোট, অগভীর; কোনোটি দীর্ঘ, যা চলে গেছে বরফের নিম্নস্তর বা বেসাল প্লেন পর্যন্ত। তবে এই ভাঙাগড়ার ভেতর গ্লেসিয়াল আইস বা ঘন নীল বরফ উঁকি দেয়। এই বরফ কিছুটা শুভ্র, কিছুটা হালকা নীল, আবার কোথাও ঘন ময়ূরকণ্ঠী নীল। নীলের যে এত শেড থাকতে পারে, তা হিমবাহ নিজ চোখে না দেখলে জানা যায় না। এ অপরিচিত অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ জমাট নদীর জন্ম, গতিময়তা ও তার প্রভাবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়া যাক এবার।

হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার তুষার, বরফ, জল ও পললের পুঞ্জীভূত বহুবর্ষজীবী ভর। নিজ ওজনের জন্য এটি ধীরগতিতে ভূমিতে (পার্বত্য অঞ্চলে) কিংবা পানিতে (মেরু সাগরে) গতিময়তা লাভ করে। হিমবাহের মূলত দুটি প্রকারভেদ রয়েছে; পার্বত্য হিমবাহ ও মেরু সাগর হিমবাহ। পার্বত্য হিমবাহ বা আলপাইন গ্লেসিয়ারস উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর পর্বতাঞ্চল (মেরু হিমবাহ), ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দেজ পর্বতাঞ্চল ও হিমালয় পর্বতমালায় গঠিত হয়। অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সাগরেও তুষারপাত থেকে গঠিত হয় হিমবাহ। ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ হিমবাহ অ্যান্টার্কটিকায় (প্রায় ৯১ শতাংশ) আর কিছু রয়েছে গ্রিনল্যান্ডে (৮ শতাংশের মতো)। ১ শতাংশের নিচে হিমবাহ দেখা যায় উত্তর আমেরিকা (শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ) ও এশিয়ায় (শূন্য দশমিক ২ শতাংশ)। দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া মিলিয়ে রয়েছে বাকি শূন্য দশমিক ১ শতাংশ হিমবাহ। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে কোনো হিমবাহ খুঁজে পাওয়া যায় না।

হিমবাহ গঠনের প্রক্রিয়া অনন্যসাধারণ। জলবায়ুর বিশেষ কিছু পূর্বশর্ত গ্লেসিয়ার বিনির্মাণের জন্য জরুরি। যে অঞ্চলে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বছরের কিছু সময় বিরাজ করে, যেখানে তুষারপাত ঘটে এবং যে এলাকার তাপমাত্রা গেল মৌসুমে পতিত তুষারের সম্পূর্ণ গলন প্রতিরোধে সক্ষম, সে অঞ্চলে হিমবাহ সৃষ্টি হতে পারে। হিমবাহের গঠন সময়সাপেক্ষ। একাধিক মৌসুমের তুষারপাতের পর জমে থাকা তুষার নিজের ভারে স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পানির মৌলগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করে। তুষার ফুঁয়োফুঁয়ো (বা ফাঁপা) হয়ে থাকে, অর্থাৎ এতে বায়ুর পরিমাণ ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। তুষার যখন বরফে রূপান্তরিত হয়, তখন জলের মৌলগুলোর পুনর্বিন্যাসের কারণে বায়ুর পরিমাণ কমে ১০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। এভাবে বহুবর্ষীয় তুষার ও বরফ জমতে থাকা ভারে নিচের স্তরে অবস্থিত বরফ আরও ঘনীভূত হয়। এটা আটকে থাকা বাতাস চেপে বের করে দেয়। এমন করে গড়ে ওঠে হিমবাহের ঘন নীল বরফের স্তর। এ বরফের রং কেন ঘন নীলপ্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এককথায় বলতে গেলে আলোকরশ্মির প্রতিফলনের ফল এই নীল রং। তুষার-বর্ণালির প্রায় সব রং প্রতিফলিত করে বলে এর রং শুভ্র। বরফে বায়ুর পরিমাণ যত কমতে থাকে, নীল রঙের প্রতিফলন তত বাড়তে থাকে আর অন্য রংগুলো শোষণ করে নিতে থাকে বরফ। তাই পুনর্গঠিত হিমবাহের বরফস্তরের রং ঘন নীল, যা কিনা নীল আলোকরশ্মি প্রায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করতে সক্ষম।

হিমবাহ আপাতদৃষ্টে স্থবির বলে মনে হলেও তারা গতিশীল। মেরু সাগর হিমবাহ জলের ওপর স্বল্পতম ঘর্ষণ এড়িয়ে বেগবান হতে পারে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে পাহাড়ে সৃষ্ট জমাট বরফ নদী কী করে ভূতলের ওপর দিয়ে, উপত্যকার ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করে নিম্নগামী হয়, তা বিস্ময়কর বটে। মূলত তিনটি প্রক্রিয়ায় পার্বত্য হিমবাহ সচল হয়। প্রথমত, বরফের স্ফটিকের শৃঙ্খলার বিকৃতি বা ডিফরমেশন প্রায় সব পার্বত্য হিমবাহকে নিয়ত গতি দেয়। বরফকে আমরা যদিও কঠিন পদার্থ হিসেবে জানি, পদার্থবিজ্ঞানের বিচারে বরফ একটি সান্দ্র তরল বা ভিসকাস ফ্লুইড। এর সান্দ্রতা তাপমাত্রা ও চাপের ওপর নির্ভরশীল। একে নন-নিউটোনিয়ান ফ্লুইডও বলা হয়। বর্ষানুক্রমে সঞ্চিত তুষার যখন বরফের স্ফটিকে রূপান্তরিত হতে থাকে, বরফের স্তূপের গভীরে চাপও বাড়তে থাকে ওপরে বিদ্যমান বরফের স্তূপের ভারে। এ উন্নীত ভারজনিত চাপ স্ফটিকের ডিফরমেশন ঘটায় এবং হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও বরফ গলে যায়। এটা ওপরে বিদ্যমান বরফের ভারকে লুব্রিকেশন (পিচ্ছিলতা) দেয়। হিমবাহ চলতে শুরু করে বছরে কয়েক মিটার গতিতে। এ প্রক্রিয়ায় হিমবাহের চলন মূলত মেরু অঞ্চলে ও ইউরোপের আলপাইন হিমবাহে দেখা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় বেসাল স্লাইডিং। পাহাড়ের গা ঘেঁষে, পৃষ্ঠদেশ ছুঁয়ে হিমবাহের প্রবাহের গতিকে ব্যাখ্যা করে এটি। ইউরোপের আলপাইন গ্লেসিয়ারগুলো গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ওপর ওঠার পর ফাটল বা ক্রেভিস এবং গভীর ফাটল বা মুলান তৈরি করে। এ ফাটলের মধ্য দিয়ে গলিত জল হিমবাহের বরফের স্তূপের গভীরে, পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশে গিয়ে পৌঁছায়, যা ওপরের বরফের কলাম পিছলে নিচে নেমে যেতে সহায়তা করে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, মেরু অঞ্চলের পার্বত্য হিমবাহ কি এ পদ্ধতিতে গতিশীল হয় না? জানলে অবাক হতে হয় যে হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা থাকলেও এ অঞ্চলে বেসাল স্লাইডিং ঘটে। এর পেছনের কারণ খুঁজতে আবার পদার্থবিদ্যার শরণাপন্ন হতে হবে। চাপ যখন বাড়ে, তখন বরফের হিমাঙ্কের তাপমাত্রাও কমে। অর্থাৎ হিমাঙ্ক অধিকতর চাপে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে চলে যায়। আর এ কারণে বরফের কলামের গভীরে, পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশের কাছাকাছি তলে বরফ গলে যায় মেরু অঞ্চলে। এটা একইভাবে লুব্রিকেশন জোগায় ওপরের বরফের স্তূপকে গতিময়তা দিতে। হিমবাহের গতিময়তার তৃতীয় পন্থার নাম পললের বিকৃতি বা ডিফরমেশন। কোনো কোনো হিমবাহের তলদেশে পাথুরে পর্বতের স্থলে পললের স্তর লক্ষ করা যায়। পললের দানাগুলোর মধ্যে যে ঘর্ষণ কাজ করে, তা এ স্তরকে সমন্বিত ও স্থবির রাখতে সহায়তা করে। হিমবাহের বরফ গলা জল যখন পললস্তরে ঢোকে, তখন এই পানি পললের দানার মধ্যকার ঘর্ষণ কমিয়ে দেয়। এটা পললের বিকৃতির মধ্য দিয়ে হিমবাহের বরফের স্তরকে এনে দেয় গতিময়তা। এ পদ্ধতিতে হিমবাহ বছরে শত মিটার গতিবেগ অর্জন করতে পারে। হিমবাহের এই চলন যে শুধু তার বিস্তৃতি নিশ্চিত করে তা-ই নয়; বরং পার্বত্য হিমবাহের প্রবাহে পাথর, পাথরকুচি ও পলল পরিবাহিত হয়, স্থানান্তরিত হয়। আর এভাবে পার্বত্য হিমবাহ তার চলার পথে উপত্যকার আকার নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন ভূমিরূপ ও জলরূপের জন্ম দেয়।

আলাস্কায় এর পরের বছরগুলোয় আমি এমন আরও অনেক হিমবাহ নিয়ে গবেষণা করেছি। এর মধ্যে রয়েছে মাতানুস্কা, ক্যাসনার, কিনিক ও তাজলিনা গ্লেসিয়ার। প্রতিটি হিমবাহের রূপ ভিন্ন। একেকটির আকার একেক রকম। তবে যা পরিচিত লেগেছে, চেনা ঠেকেছে, তা হলো এই জমাট নদীগুলোর বরফে নীলের বিন্যাস, তাদের বিশালতা ও একটি অদ্ভুত চেনা শব্দ ও গন্ধ। হিমবাহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এই কয়েক বছরে আমি এর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে শুরু করেছি। জেনেছি, থোয়েটস গ্লেসিয়ার নামের দক্ষিণ-পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকার একটি হিমবাহ যদি অ্যান্টার্কটিকার বরফখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই দশকের ভেতর), তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৩ ফুট পর্যন্ত। আমি জেনেছি, হিমবাহ গলে প্রলয়ংকরী বন্যা হতে পারে। যেমনটি ঘটেছে পাকিস্তানে ২০২২ সালের শেষ দিকে। আরও জেনেছি, এই বন্যার পর আসবে খরা, যখন হিমবাহগুলোর মৃত্যু হবে আর শুষ্ক মৌসুমে হিমবাহসৃষ্ট নদ- নদীতে পানির সংযোগের কোনো পথ খোলা থাকবে না। আমাদের দেশের দুটি প্রধান নদীপদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র আসলে হিমালয়ের হিমবাহসৃষ্ট নদী। বলা হচ্ছে, ২১০০ সাল নাগাদ হিমালয়ের এক-তৃতীয়াংশ হিমবাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমাদের পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের কী অবস্থা দাঁড়াবে তখন? এ নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ। তাদের ভাঙনে যেমন আমাদের আতঙ্ক, বন্যায় যেমন আমাদের ক্ষতি, তেমনি তাদের শুকিয়ে যাওয়ায় নেমে আসবে অভিশাপ। হিমবাহ আমাদের কাছে অপরিচিত হলেও এই বরফ নদীর কথা জানা আমাদের জন্য জরুরি। এর ভেতর লুকিয়ে আছে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের প্রাণ।

গাছের কি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বড় পার্থক্য কী? প্রাণী চলাচল করতে পারে, উদ্ভিদ পারে না। পৃথিবীর গাছপালা প্রতিনিয়ত কমার এটা অন্যতম কারণ। জীবজগতে প্রাণীদের আধিপত্যের সবচেয়ে বড় কারণ চলাচল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়ানোর স্বাধীনতা। এর মাধ্যমে প্রাণী নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে তো বটেই, প্রয়োজনে আক্রমণও চালাতে পারে অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর। অথচ উদ্ভিদ দারুণ এক জীবনের সাক্ষর। নিজের খাবারের জন্য সে অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল নয়। নিজেই তৈরি করে নিতে পারে নিজের খাদ্য। শুধু একটাই সমস্যা তারমাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয় প্রতিমুহূর্তে, নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাণীর হাতে। সঙ্গে রোগ-শোকের মতো জৈবিক বিপদ তো আছেই। প্রশ্ন হলো, গাছ কি এসব বিপদের কাছে একেবারে অসহায়? আসলে সেটাও ঠিক নয়। গাছেরও নিজস্ব কিছু প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে। গাছের বেঁচে থাকার জন্য পাতা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পাতায় সূর্যের আলো এসে পড়ে। তারপর শুরু হয় গাছের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া। খাদ্য তৈরি হয় মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি থেকে। সাহায্য করে আলো। পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়

সালোকসংশ্লেষণ। পাতায় যেন আলো ঠিকমতো পড়ে, তা নিশ্চিত করে গাছের ডালপালা। পাতাকে নিয়ে যায় সূর্যের দিকে। কোনো কারণে পাতায় সূর্যের আলো তুলনামূলক কম পড়লে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। সার্বিকভাবে সেটার প্রভাব পড়ে গাছের স্বাস্থ্যে। কম আলোর মতো, বেশি আলোও গাছের জন্য ক্ষতিকর। পাতায় থাকা ক্লোরোফিল তীব্র আলোর কারণে সহজে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য উদ্ভিদকোষে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক থাকে। এর কাজ, অতিরিক্ত সূর্যের আলোকে বাধা দেওয়া। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলো ক্লোরোফিল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। গাছের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। তবে সূর্যের আলোই তো গাছের একমাত্র শত্রু নয়। পোকামাকড়, পরজীবী, তৃণভোজী ও সর্বভূক প্রাণীরা নিজের খাবারের জন্য গাছের ওপর নির্ভরশীল। সেদিক থেকে গাছের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি তৃণভোজী প্রাণী। বেশিরভাগ উদ্ভিদেই এসব প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকে। উদ্ভিদের প্রজাতি ভেদে প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও ভিন্ন হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতায় থাকে শক্ত মোমের আবরণ। ফলে পোকামাকড়ের জন্য তা খাওয়া কঠিন হয়। আবার কোনো কোনো উদ্ভিদের পাতা কিংবা গায়ে থাকে ধারালো তীক্ষ্ম কাঁটা। এতে তৃণভোজী প্রাণীর খাবার হওয়া থেকে অনেকটা যেমন রক্ষা মেলে, তেমনি সহজে কোনো প্রাণী মাড়ায় না তাদের। পোকামাকড়ের আবাস গড়ার কাজে বাধা দিতে কিছু উদ্ভিদে আবার থাকে লম্বা চুলের মতো তন্তু। প্রতিরক্ষা হিসেবে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারেও পিছিয়ে নেই উদ্ভিদ। প্রাণীদের জন্য বিষাক্ত কিছু রাসায়নিক থাকে অনেক উদ্ভিদের ফুল, ফল, কাণ্ড বা পাতায়। ফলে কেউই এদের ঘাঁটাতে সাহস করে না। কিছু উদ্ভিদ আবার নিজেরা বিষ উৎপাদন করে না, কিন্তু দেখতে হয় বিষাক্ত উদ্ভিদের মতো। প্রাণী বা কীটপতঙ্গ এগুলোকেও বিষাক্ত মনে করে এড়িয়ে চলে। তারপরও গাছ হেরে যায় প্রকৃতির নিয়মের কাছে, নিয়তির কাছে। প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হওয়া গাছের জন্য কোনো সমস্যা নয়। এটি খাদ্যচক্রের একটি স্বাভাবিক বিষয়। গাছ হেরে যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে। জলবায়ুর কাছে। সর্বোপরি মানুষের কাছে। হ্যাঁ, নিজেদের বুদ্ধিমান প্রজাতি দাবি করা এই আমরাই নিজেদের অন্যায্য অসীম চাহিদা পূরণের জন্য বন উজাড় করি। তখন গাছের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থাই আমাদের সামনে কাজে আসে না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উপাচার্য নিয়োগ প্রসঙ্গে আচার্যকে কড়া তোপ মমতার

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কথা না শুনলে এখানে 'টিট ফর ট্যাট'। কোনও আপোষ নয়। দেখি আপনি কোন কলেজের, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দেন। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে রাজ্যে গুণী শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে সতর্কবার্তা দিতে এভাব হুঁশিয়ারি দিলেন।
রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত চরমে পৌঁছে গেল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইচ্ছা মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিয়োগ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করছেন বলে সোমবারই অভিযোগ করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, ''আমরা কখনও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি আনতে চাইনা। কারণ আমরা মনে করি আপনারা আমাদের গুরুজন, শিক্ষাগুরু। বাবা-মায়ের মত শিক্ষা দেন, দীক্ষা দেন। আর এখন গুরুজন এসেছে কারা? যারা বাংলাটাকে চেনেই না।
আগে এ রাজ্যে ২-৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এখন ৪২-৪৩টি হয়েছে। এসব জায়গায় যাকে তাকে এনে উপাচার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ১০ বছর পড়ানোর অভিজ্ঞতা না থাকলে কাউকে এই পদে দায়িত্ব দেওয়া যায় না।
মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে উদ্দেশ করে বলেন, ''মধ্যরাতের অন্ধকারে যাদবপুরের ভিসি বদলে গেল ১৬ জনকে টপকে। বিজেপি-র প্রেসিডেন্ট না কী, তাকে করে দেওয়া হল ভিসি। এটা কী হচ্ছে? হঠাৎ শুনলাম কেরলের একজন আইপিএস অফিসারকে আলিয়ার মত সংবেদনশীল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর শিক্ষায় কোনও যোগ্যতা নেই।
রবীন্দ্রভারতীতে করে দিয়েছে প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে। ওঁকে আমি চিনি। আমার সঙ্গে এমএ পড়েছে। আমি তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করছি না। সে আইনি কাজ করেছে। সে আইনি কাজে যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষায় কী করে? তার মানে টা কী? শিক্ষার কাঠামোঠা ভাঙার চেষ্টা করছে। এই চক্রান্ত আমরা মানব না।
রাজ্যপাল যদি মনে করেন তিনি সব করবেন, তাহলে নির্বাচিত সরকারের প্রয়োজন নেই।
আমি ওনাকে বলেছি, আমরা নির্বাচিত সরকার। আর আপনি প্রথাগতভাবে, দেখাশোনার জন্য। নিছক মনোনীত।
আপনি যদি কোনও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করেন, আর কোনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আপনার কথা শুনে চলে, আমি কিন্তু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করব।
রাজ্য-রাজভবন সংঘাত নতুন নয়। একাধিক ইস্যুতে বারবারই রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের মতানৈক্য হয়েছে। জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল থাকাকালীন এই সংঘাতে প্রায় প্রতিদিনই নয়া মোড় নিত। তবে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বদলের পরও 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।' কখনও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই নতুন সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করা, কখনও আবার বিধানসভা থেকে পাঠানো বিল আটকে রাখা — এমনই নানা অভিযোগে রাজ্যপালকে নিশানা করেছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। সাম্প্রতিকতম বিষয়টি হল একক সিদ্ধান্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিয়োগ।

দেশের নামবদল নিয়ে তোপ মমতার

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দেশের নাম বদল করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতার ধন ধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি।
জি২০ সম্মেলন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দেওয়া রাষ্ট্রনেতাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে 'দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া'-র বদলে 'দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' লেখা নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে বলে আমি শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে, জি২০-র লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তো আমরা বলি। এতে নতুনত্ব কী আছে?''
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ইংরিজিতে বলি ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। এতে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়া নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কী হল?''
এখানেই থেমে না থেকে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে চড়া সুরে আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেছেন, ''আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। কবে রবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধের নাম বদল করে দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে।''
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জি২০ সমাবেশে অংশ নেওয়া রাষ্ট্রনেতাদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সেই উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্রও যাচ্ছে নিমন্ত্রিতদের কাছে। যে আমন্ত্রণপত্র ঘিরে তোলপাড় জাতীয় রাজনীতির অন্দরমহল। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকে কোনও চিঠি লিখলে তাতে চিরাচরিত ভাবে লেখা থাকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' কথাটি। কিন্তু জি২০ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর চিঠিতে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' কথাটি লেখা হয়েছে।

যাদবপুরের চার পড়ুয়াকে আজীবন বহিষ্কারের সুপারিশ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বুদ্ধদেব সাউয়ের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিল সেখানকার অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। র‍্যাগিংয়ে জড়িত চার বর্তমান পড়ুয়াকে আজীবন বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে রিপোর্টে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রিপোর্টে র‍্যাগিং রুখতে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, কয়েক জন প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।
গত ৯ অগস্ট রাতে মেন হস্টেলের এ-২ ব্লকের তিন তলা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। পর দিন সকালে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই রহস্যমৃত্যুর নেপথ্যে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি, অভ্যন্তরীণ একটি তদন্ত কমিটি গড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেই তদন্ত কমিটিই মঙ্গলবার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।
এর আগে প্রাথমিক রিপোর্টও জমা দিয়েছিল ওই কমিটি। তবে চূড়ান্ত রিপোর্টে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ অগস্ট, ওই ছাত্রের পড়ে যাওয়ার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের এ-২ ব্লকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ঘটনার বিষয়ে সঠিক বর্ণনা দেননি। ঘটনার মোড় অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেছেন তাঁরা। কেউ কেউ তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও করেছেন বলে ওই কমিটির অভিযোগ। তাঁদের সকলকে হস্টেল থেকে বার করে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র বলছে, কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা

জি-২০-র সভাপতিত্ব করা ভারতের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতিত্ব করা ভারতের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর আসন্ন জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রাজধানী দিল্লি। মঙ্গলবার জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আইটিপিও কমপ্লেক্সে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টার পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'জি-২০-র সভাপতিত্ব করা ভারতের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আমরা ''বসুধৈব কুটুম্বকম'' থিমকে ঘিরে প্রস্তুতি নিয়েছি। ৬০টি শহরে ২০০টিরও বেশি সভায় হাজার হাজার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। ইউএইচডি এবং ৪কে ক্যামেরা ইনস্টল করা হয়েছে দিল্লির ৭৮টি স্থানে। ড্রোন ক্যামেরা রয়েছে, সারা বিশ্ব জুড়ে মিডিয়া থেকে ৩০০০টি আবেদন এসেছে... ওয়ার্কস্টেশনগুলি ওয়াই-ফাই এবং ব্রডব্যান্ড সুবিধা-সহ তৈরি করা হয়েছে... জরুরি অবস্থার জন্য, প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে অ্যাম্বুলেন্স, এখানে প্রতিটি সুবিধা রয়েছে।'
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেছেন, 'আরবিআই ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে একটি প্রদর্শনী করেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক আকর্ষণ যে ভারত ডিজিটাল পেমেন্টে কীভাবে এগিয়েছে। এটি সিডনির অপেরা হাউসের চেয়েও বড়... ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সমৃদ্ধ শিল্প, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ রয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে নতুন প্রযুক্তি এবং সুবিধাও রয়েছে।'

বাঁকুড়ায় দিনে দুপুরে আদালত থেকে গাড়ি বেরতেই চলল ৬ রাউন্ড গুলি

বাঁকুড়া, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের গুলিচালনার ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ায়। মঙ্গলবার দুপুরে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন কেশিয়াকোল এলাকার প্রকাশ্য দিবালোকে চলল গুলি। মঙ্গলবারের এই ভয়াবহ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন জন। আহতদের পুলিশের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, এদিন বাঁকুড়া জেলা আদালতে জামিন পাওয়ার পর একটি ছোটো গাড়িতে চেপে চার জন বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন। কেশিয়াকোল হনুমান মন্দিরের কাছে তারা পৌঁছাতেই বাইকে চেপে আসা দুই বন্দুকবাজ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুরুতর আহত হন ওই গাড়ির মধ্যে থাকা তিন জন। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই শোরগোলের সুযোগে চোখের নিমেষে এলাকা ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা।
ঘটনাস্থলে পৌঁছোন বাঁকুড়া জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের খোঁজে জেলা শহরের সর্বত্র তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।
অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর, আহতরা বাঁকুড়া শহরের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে, তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। ওই গাড়িতে থাকা বর্ধমান জেলা আই.এন.টি.টি.ইউসি-র সম্পাদক রক্তাক্ত হয়ে যান। সেই রক্তাক্ত নূর মহম্মদ শাহ বলেন, ''মোটর বাইকে দু''জন তাদের গাড়িকে ধাওয়া করে গুলি চালিয়েছে। গাড়িতে আমরা চারজন ছিলাম।'' প্রায় ছ''রাউণ্ড গুলি চলেছে বলে তিনি দাবি করেন।

যারা বিদেশীদের দাসত্ব করে,তাদের মানসিকতায় আরেকটি গভীর আঘাত: পুষ্কর সিং ধামি

দেহরাদূন, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি ভবনে জি-২০ সম্মেলনে আয়োজিত নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রকে দাসত্বের মানসিকতার উপর আরেকটি গভীর আঘাত বলে আখ্যা দিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি, রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত জি-২০ সম্মেলনে নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রকে দাসত্বের মানসিকতার উপর গভীর আঘাত বলে অভিহিত করেছেন। মঙ্গলবার তিনি ট্যুইট করে বলেছেন, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময় রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া'-কথাটা প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু যারা বিদেশীদের দাসত্ব করে, তাদের মানসিকতার ওপর এটা গভীর আঘাত। তিনি ভারত মাতা কি জয় লিখে, তাঁর ট্যুইটি সমাপ্ত করেন।

বিজেপিকে কটাক্ষ কেজরিওয়ালের, বললেন ইন্ডিয়ার নাম বদলে ভারত কেন করা হচ্ছে!

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপির উদ্দেশে কেজরিওয়ালের প্রশ্ন, ইন্ডিয়ার নাম বদলে ভারত কেন করা হচ্ছে? রাষ্ট্রপতি ভবনে জি-২০ নেতাদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাতে চিরাচরিত ভাবে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পরিবর্তে লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত। আর তা নিয়েই বিরোধীদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে।
কেজরিওয়াল মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ইন্ডিয়ার নাম বদলে ভারত কেন করা হচ্ছে? বলা হচ্ছে, ''ইন্ডিয়া'' জোটের নামের জন্যই। কিছু দলের নাম ''ইন্ডিয়া'' হয়ে গেলে তাঁরা কি দেশের নামও পাল্টে দেবে? দেশ ১৪০ কোটি মানুষের, কয়েকটি দলের মোটেও নয়। ধরুন আগামীদিনে জোটের নাম পরিবর্তন করে ভারত করা হয়, তাহলে কী ভারতও বদল হবে? তাহলে তাঁরা কি ভারতের নাম বদলে বিজেপি রাখবে? এটা কি মজার বিষয়? তাঁদের ৪টি ভোট কমলেই দেশের নাম বদলে যাবে! এটা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।'
সনাতন ধর্ম নিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেল উদয়নিধির বিতর্কিত বক্তব্য প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমিও সনাতন ধর্ম থেকে এসেছি, আমি বিশ্বাস করি সকল ধর্মকে আমাদের সম্মান করা উচিত।

রাজভবনকে পরোক্ষে ভাতে মারার হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ''কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি রাজ্যপালের কথা শুনে চলে আমি অর্থনৈতিক বাধা তৈরি করব''' এই বলে মঙ্গলবার প্রকাশ্যেই রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসুকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে বলেন, ''টাকা দেব আমরা, পলিসি করব আমরা আর আপনি খবরদারি করবেন! শিক্ষক দিবসে রাজ্যে গুণী শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রাজ্য-রাজভবন সংঘাত। আজকের দিনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিয়োগ ইস্যুকে সামনে এনে আচার্য্য তথা রাজ্যপালের প্রতি একাধিক বার্তা দিতে শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে।
শুধু তাই নয়, একাধিক বিষয়ে রাজভবনের 'অতি-সক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে আর্থিক বিষয়টি নিয়েও কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''এই যে মাঝেমধ্যে কেরল থেকে অতিথি এনে রাজভবনে চা খাওয়ান, সেই টাকাও আমরা দিই।''
মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসে 'শিক্ষারত্ন' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ প্রসঙ্গেই রাজ্যপালের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন। তাঁর কথায়, ''রাজভবনের যাঁরা কর্মী, তাঁদের বেতন রাজ্য সরকারই দেয়। সেক্ষেত্রে আর্থিক অবরোধের পথে যেতে বাধ্য হব।''
মুখ্যমন্ত্রীর আরও কটাক্ষ, ''রোজ নাচাগানা হচ্ছে। কখনও কখনও বাইরে থেকে লোকজন ডেকে এনে, হয়ত অন্য রাজ্যের কোনও প্রাক্তন ডিজিকে ডেকে এনে অনুষ্ঠান হচ্ছে। যা ইচ্ছে করছে, অকাজের কাজ বেশি হচ্ছে। এই যে মাঝেমধ্যে চা খাওয়ানো হয়, সেই টাকা কে দেয়? রাজ্যই তো দেয়। সব বন্ধ হয়ে যাবে।''
মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য প্রায় বেনজির আক্রমণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভারত ও ইন্ডিয়া নিয়ে বাকযুদ্ধ দেশজুড়ে, শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে চাপানউতোর তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি ভবনে জি-২০ নেতাদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাতে চিরাচরিত ভাবে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পরিবর্তে লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত। আর তা নিয়েই শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। বিরোধীরা বলছেন, তাঁদের ''ইন্ডিয়া'' জোটের ভয়ে নাকি নামবদলে ফেলা হচ্ছে। শাসকদল অবশ্য অন্য কথা বলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না এতে সমস্যা কি? আমাদের দেশ ''ভারত''... সব কিছুতেই কংগ্রেসের সমস্যা। ''ভারত'' নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই...আমাদের দেশ ''ভারত'' এবং এতে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে এটি বিশেষ অধিবেশনের (সংসদের) অংশ হবে কিনা।'
শাসক শিবির :
পুষ্কর সিং ধামি : 'জি-২০ সম্মেলনের সময় রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত নৈশভোজের জন্য আমন্ত্রণ পত্রে ''ভারতের রাষ্ট্রপতি'' লেখা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত।'
বিরোধী শিবির :
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : তাঁরা (কেন্দ্র) ভারতের নাম পরিবর্তন করেছে। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ''ভারত''...ইংরেজিতে আমরা বলি ''ইন্ডিয়া'' এবং ''ভারতীয় সংবিধান'' এবং হিন্দিতে বলি ''ভারত কা সংবিধান''। আমরা সবাই ''ভারত'' বলি, এতে নতুন কী আছে? কিন্তু ''ইন্ডিয়া'' নামটা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত... হঠাৎ কী হলো যে দেশের নাম বদলাতে হলো? আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা : এই তো মাত্র কয়েক সপ্তাহ হয়েছে, আমরা আমাদের জোটের নাম ইন্ডিয়া রেখেছি এবং বিজেপি ''রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া''-র পরিবর্তে ''রিপাবলিক অফ ভারত'' দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠাতে শুরু করেছে।
দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল : ইন্ডিয়ার নাম বদলে ভারত কেন করা হচ্ছে? বলা হচ্ছে, ''ইন্ডিয়া'' জোটের নামের জন্যই। কিছু দলের নাম ''ইন্ডিয়া'' হয়ে গেলে তাঁরা কি দেশের নামও পাল্টে দেবে? দেশ ১৪০ কোটি মানুষের, কয়েকটি দলের মোটেও নয়। ধরুন আগামীদিনে জোটের নাম পরিবর্তন করে ভারত করা হয়, তাহলে কী ভারতও বদল হবে? তাহলে তাঁরা কি ভারতের নাম বদলে বিজেপি রাখবে? এটা কি মজার বিষয়? তাঁদের ৪টি ভোট কমলেই দেশের নাম বদলে যাবে! এটা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।
বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব : ইন্ডিয়ার জন্য ভোট দিন, শুনে মোদীজি ইন্ডিয়াকে ভয় পেয়েছেন।
বিনোদন জগৎ :
অমিতাভ বচ্চন : বিগ বি অমিতাভ বচ্চন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে হিন্দিতে লিখেছেন, 'ভারত মাতা কি জয়।'

ভারত ঋষিদের ভূমি, নিজেদের জ্ঞানদ্বীপ্তির মাধ্যমে এদেশে গুরুকুল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তাঁরা : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দিল্লির হংসরাজ কলেজের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে হংসরাজ কলেজে আয়োজিত মহর্ষি দয়ানন্দ স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা-য় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারত ঋষিদের ভূমি, নিজেদের জ্ঞান ঐতিহ্যের মাধ্যমে এদেশে গুরুকুল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তাঁরা। এমন একটি গুরুকুল ব্যবস্থা যেখানে যুবকদের এই দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।
এমন একটি গুরুকুল ব্যবস্থা যা সর্বদা রাজ্যগুলিকে নির্দেশিত করেছিল।'
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'গুরুরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের জ্ঞান ঐতিহ্য বহন করেছেন। ভারতের সেই গুরু ঐতিহ্যের ধারকদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অগ্রণী ছিলেন।' রাজনাথ বলেছেন, 'আমার মতে, শিক্ষার ৩টি স্তম্ভ রয়েছে - প্রথমত - শিক্ষক; দ্বিতীয়ত - শিক্ষার্থী, যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন; এবং তৃতীয়ত, শিক্ষার সঞ্চালনের মাধ্যম যা মূলত বই।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

উৎসবের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বাঙালিরা

বছরভর বাঙালি অপেক্ষা করে শরতালের জন্য। বছরের এই চারটি দিন যেন নিয়ম ভাঙার খেলা চলে ঘরে ঘরে। সাজগোজ থেকে খাওয়াদাওয়া সবেতেই একটা বাঁধনছাড়া ভাব। উতবের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন আট থেকে আশি। পুজোর বাকি এখনও বেশ কয়েকটি দিন। কিন্তু তাতে কী! উতবের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই।

বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো মানেই নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা। নিজের এবং পরিবারের সকলের জন্য জমিয়ে কেনাকাটা। তবে কাজের যা চাপ, তাতে আলাদা করে দোকান ঘুরে ঘুরে মনের মতো কেনাকাটা করার সময় নেই। অফিসের কাজ শেষ করে বেরোতেই রাত নেমে আসে। অনলাইন কেনাকাটার যুগে অবশ্য কাজের ফাঁকেই রাশি রাশি "শপিং" হয়ে যায়। তবে অ্যামাজন, মিন্ত্রার পাশাপাশি ইদানীং ফেসবুকের কিছু গ্রুপও কিন্তু মন জয় করে বসে আছে। শাড়ি, গয়না, মানানসই জুতো, প্রসাধনী থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর টুকিটাকি সবই বাড়ি বসে কিনে ফেলা যায়। লাইভের মাধ্যমেই মূলত কেনাবেচার প্রক্রিয়া চলে। কিছু পছন্দ হলে অর্ডার করার পর নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতেও চলে আসে। তবে দরদামের কোনও সুযোগ থাকে না। তবু সময় তো বাঁচে। পুজোর আগে সময় বাঁচিয়ে কেনাকাটা করার এমন সুর্বণসুযোগ আর কোথায় পাবেন। কোন কোন ফেসবুক গ্রুপগুলি থেকে কিনতে পারেন, রইল তেমন কয়েকটির খোঁজ।

বিয়িং গর্জাস-কাতান শাড়ি থেকে সেমি মোডাল, রুপোর গয়না থেকে কস্টিউম জুয়েলারি, জুতো, পশ্চিমি পোশাক সবই পেয়ে যাবেন এক ছাদের তলায়। কম দামের শাড়ি থেকে বেশি দামের পোশাক, সব আছে। তবে কেনার আগে মোবাইলের পর্দায় যতটা সম্ভব জিনিসের মান যাচাই করে নেবেন।

নারীশক্তি- গ্রুপের নাম বলে দিচ্ছে এই গ্রুপটি একান্তই মহিলাদের জন্য। তবে নিজের জন্য শাড়ি, সালোয়ার কেনার পাশাপাশি প্রিয়জনের জন্য কিন্তু বাহারি পাঞ্জাবিও কিনতে পারেন। এই গ্রুপটি থেকে মূলত পোশাকই কেনা যায়। গয়না কিংবা আনুষঙ্গিক জিনিস এখানে পাওয়া যায় না।

ফ্যাশন সোয়াপ-ওয়ান পিস থেকে শুরু করে শৌখিন ব্যাগ, মানানসই গয়না, কুর্তি, সোনালি গহনা, কুশন কভার গড়িয়াহাট ঘুরে কেনাকাটা করার সময় না থাকলে এই গ্রুপ থেকে কিনতেই পারেন। সব বিক্রেতার কাছে দাম এক রকম নয়। দরদাম করার সুযোগও থাকে না। জিনিস হাতে পাওয়ার পর তা পছন্দ না হলে বদল করার সুযোগও থাকে না। তাই কেনার আগে ভাবনাচিন্তা করে নেওয়া জরুরি।

শপিং সোল-এই গ্রুপে ঢুকলেই প্রথমে চোখে পড়বে নানা ধরনের গয়নার সম্ভার। আর একটু এগোলে একে একে দেখতে পাবেন ডিজাইনার ব্লাউজ, সুতির কুর্তি, শিশুদের পোশাক, ঘর সাজানোর নানা বাহারি জিনিস, ব্যাগ, শাড়ি, ছাতা, হাতে তৈরি গয়না আরও অনেক কিছু। বাড়ি বসেই ধীরেসুস্থে পুজোর শপিং সেরে ফেলতেই পারেন।

ফ্যাশন বিউটি-সোনার জল করা শাখা বাঁধানো, পলা বাঁধানো, অষ্টমীর সকালে পরার জন্য লালপেড়ে শাড়ি থেকে নবমীর রাতের জন্য শৌখিন কাজ করা অরগ্যাঞ্জো এই গ্রুপের অধিকাংশেই পোশাক বিক্রেতা। তবে একটু খুঁজলে নারকেল কোরানোর যন্ত্রও পেয়ে যাবেন। তবে অবশ্যই কেনার আগে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যাচাই করে নেওয়ার কাজটি আপনাকেই করতে হবে।

চিনি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন ? লাভ হচ্ছে না কি ক্ষতি ?

মিষ্টি খেতে ভালবাসেন না এমন লোক কমই আছেন। সরাসরি মিষ্টি না খেলেও বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে চিনি ঢোকে শরীরে। অনেকেই আছেন, যাঁরা সচেতন ভাবে চিনি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কেউ ওজন কমানোর ইচ্ছায়, কেউ আবার ডায়াবিটিসের ভয়ে চিনি খাওয়া করেছেন। কর্মব্যস্ত জীবনে খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, ঘুমের ঘাটতি, অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে শরীরে বাসা বাঁধে একাধিক রোগব্যাধি।

স্থূলতা, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার আরও একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হল চিনি খাওয়ার অভ্যাস। এক মাস ডায়েট থেকে চিনি বাদ দিলে কী কী হতে পারে, রইল তার হদিস। ১) বহু চেষ্টা করেও ওজন ঝরাতে পারছেন না? এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখতে পারেন। মিষ্টি জাতীয় খাবার ও চিনি খেলে শরীরে সবচেয়ে বেশি ক্যালোরি যায়। যা হল ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ। চিনি খাওয়া বন্ধ করলেই ওজন দ্রুত কমে। ২) অনিদ্রার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। চিনি কম খেলে ঘুম ভাল হয়। কিন্তু চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে অনিদ্রার সমস্যা দূর হয়। ৩) অনেক সময়ে কাজের প্রতি অনীহা আসে। শরীরে শক্তির অভাব হয়। এক মাস চিনি খাওয়া বন্ধ করে দেখুন শরীরে স্ফূর্তি বাড়বে। কর্মক্ষমতাও বাড়বে। ৪) হার্টের রোগের ঝুঁকিও বাড়ে বেশি চিনি খেলে। হার্টের রোগের ঝুঁকি কমাতে চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন। ৫) ইদানীং মানসিক চাপ আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। অতিরিক্ত চিনি খেলে মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে। এক মাস চিনি খাওয়া ছেড়ে দিলে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল।

পুজোর আগে চুল থেকে ঠোঁটের যত্নে ভরসা রাখুন ঘরোয়া টোটকায়

পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে বাকি এখনও কয়েক দিন। হাতে কিছুটা সময় থাকলেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন অনেকেই। কেনাকাটা তো চলছেই, সেই সঙ্গে ত্বকে উতবের জেল্লা আনার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে। পার্লারগুলিতে একটু একটু করে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। সময়ের অভাবে পার্লারের চৌকাঠ পেরোতে পারেন না অনেকেই।

তা নিয়ে অবশ্য মনখারাপ করার কিছু নেই। রূপচর্চার জন্য ঘরোয়া টোটকার কোনও বিকল্প নেই। ঘরোয়া যত্নেই পুজোর ভিড়ে হয়ে উঠতে পারেন অনন্যা। পুজোর আগে পার্লারে না গিয়ে ঘরোয়া উপায়ে কী ভাবে নেবেন নিজের যত্ন?

চুল

পার্লারে গিয়ে হেয়ার স্পা করানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সময়ও নষ্ট হবে। তার চেয়ে বাড়ি বসেই হেয়ার স্পা করে নিতে পারেন। শ্যাম্পু করার আগে অলিভ অয়েলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে হালকা গরম করে মাথায় মালিশ করুন। তার পর গরমজলে তোয়ালে ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে মিনিট দশেক মাথায় জড়িয়ে রাখুন। শেষে ভাল কোনও সিরাম মেখে নিন।

ত্বক

ত্বক ভিতর থেকে মসৃণ এবং কোমল রাখতে পুজোর আগে সরাসরি ঠান্ডা মুখে জল না দেওয়াই ভাল। ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এ ছাড়া, ঘরোয়া উপায়ে চটজলদি মুখে ঔজ্জ্বল্য আনতে জবা ফুলের গুঁড়োর সঙ্গে এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে ফেস সিরাম হিসাবে ব্যবহার করুন। নিয়ম করে ব্যবহার করলে পুজোর ত্বক চকচকে হবে।

ঠোঁট

শুধু রঙিন লিপস্টিকের পরত দিলেই হবে না। ঠোঁটের চাই নিজস্ব জেল্লা। লিপবাম, লিপগ্লসের মতো প্রসাধনী ঠোঁট সাময়িক ভাবে কোমল রাখে। তবে ঠোঁট ভিতর থেকে আর্দ্র রাখতে ঘুমের আগে হালকা মধু লাগিয়ে ঘুমোতে যান। প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসাবে চিনির গুণও কম নয়। চিনি দিয়ে স্ক্রাব করলে ঠোঁটের কালচে দাগ দূর হওয়ার পাশাপাশি মরা চামড়াও দূর হবে।

পাঁঠার মাংসে ভোজ সারার দিনে আর না খাওয়াই শ্রেয়

ছুটির দুপুরে চন্দ্রমুখী আলু দেওয়া লাল লাল ঝোল কিংবা রোগনজোস ভোজনরসিক বাঙালির মটনপ্রেম চিরন্তন। শরীরের কথা ভেবে অনেকেই পাঁঠার মাংস এড়িয়ে চলেন। কিন্তু উতব-অনুষ্ঠানে এই নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। গরম ভাতের সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা মটন দেখলে নিজেকে আটকে রাখা কঠিন। কিন্তু কয়েকটি খাবার রয়েছে, যেগুলি পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই সুস্থ থাকতে কব্জি ডুবিয়ে মটন খাওয়ার পর কিছু খাবার এড়িয়ে চলুন। রইল তেমন কয়েকটি খাবারের তালিকা।

মধু- সর্দি-কাশি সারাতে এমনিতে মধু দারুণ কার্যকরী। চিনির বদলে রান্নায় মধুও ব্যবহার করেন অনেকে। তবে মটন খাওয়ার পরে ভুলেও মধু খাবেন না। পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর খুব ঝাল লাগলে অল্প চিনি খান। খানিকটা গুড়ও খেতে পারেন, অথবা চকোলেট খাওয়া যায়। কিন্তু কাছে যদি মধু থাকেও, সে দিকে হাত বাড়াবেন না। মটন খাওয়ার পর মধু খেলে হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

দুধ- পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর দুগ্ধজাত খাবার একেবারেই মুখে তুলবেন না। পাঁঠার মাংস দিয়ে জমিয়ে ভূরিভোজের পর পায়েস, টক দই কিংবা দুধ দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবার এড়িয়ে চলুন। দুগ্ধজাত খাবারে এমনিতে অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ বেশি। পাঁঠার মাংস খাওয়ার পর এই ধরনের খাবার খেলে শারীরিক নানা সমস্যা হতে পারে।

চা- পাঁঠার মাংস খেয়ে রসনাতৃপ্তির পর ভুলেও চায়ের কাপে চুমুক দেবেন না। গ্যাস-অম্বলের তো বটেই, সেই সঙ্গে বদহজম, বুকে ব্যথারও ঝুঁকি থাকে। রেডমিট খাওয়ার পর এমনিতে গরম পানীয় খাওয়া উচিত নয়। পেটের গোলমাল দেখা দিতে পারে।

ছিপছিপে হয়ে উঠতে গেলে নিয়মিত খেতে হবে

পুজোর আগেই দেহের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে হবে। তাই দিনে এক বার জিমে যাচ্ছেন। আবার ছুটির দিনে সন্ধেবেলা যোগাসনও করছেন। কিন্তু হাতে যা সময় রয়েছে, তাতে কতটা কসরত করলে যে লক্ষ্যপূরণ হবে, তা বুঝতে পারছেন না। কারণ, বিপাকহার উন্নত না হলে চটজলদি ওজনের উপর কিন্তু কোনও প্রভাব পড়বে না।

পুষ্টিবিদেরা বলেন, বিপাকহার উন্নত করতে পেটের সার্বিক স্বাস্থ্য ভাল হওয়া প্রয়োজন। ঘুম থেকে উঠে চা, কফি না খেলে দিন শুরু হয় না অনেকেরই। এই অভ্যাসে মন চনমনে হয়ে উঠলেও বিপাকহারে কিন্তু গতি আসবে না। সে ক্ষেত্রে চা, কফির বদলে তিন পানীয়ের উপর ভরসা করতেই পারেন।

হলুদ এবং গোলমরিচ মেশানো জল

এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ জলে দুই চিমটে হলুদ গুঁড়ো এবং দুই চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো নিন। ভাল করে মিশিয়ে প্রতি দিন সকালে খেতে শুরু করুন। হলুদের মধ্যে রয়েছে কারকিউমিন এবং গোলমরিচের মধ্যে রয়েছে প্যাপরিকা। এই দুইয়ের মিশ্রণের বিপাকহারের মানে গতি আসে। ফলে অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে খুব একটা সমস্যা হয় না।

জিরে ভেজানো জল

এক গ্লাস জলে এক চা চামচ গোটা জিরে ভিজিয়ে রাখুন। সারা রাত ভিজিয়ে রাখার পর সকালে সেই জলটা ছেঁকে ফুটিয়ে নিন। এ বার তাতে সামান্য লেবু যোগ করে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খেয়ে নিন। জিরের মধ্যে প্রচুর অ্যান্টি- অক্সিড্যান্ট থাকায় তা হজমে সাহায্য করে। শরীর থেকে বাড়তি টক্সিন বার করে বিপাকক্রিয়ার হারও বাড়ায় জিরে।

উষ্ণ জলে লেবুর রস এবং মধু

এক গ্লাস উষ্ণ জলে গোটা একটি লেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে নিন সাতসকালেই। এই পানীয় শুধু সকালের নয়, দিনের মধ্যে তিন-চার বার খেতে পারেন। গরম জলে লেবু মেশানোর কারণে অম্বল তো হয়ই না, উল্টে শরীরের জমে থাকা টক্সিন এতে দূর হয় সহজে। এ ছাড়া, লেবুর জল গোটা হজম প্রক্রিয়াকে ক্ষারীয় করে তোলে, তাই খাবার হজম করতে এতটুকু বেগ পেতে হয় না।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অভ্যাস করতে শুরু করুন

পুজোর ক'টা দিন বাড়িতে রান্নাপাঠ বন্ধ। দুপুরে পাড়ার মণ্ডপে পুজোর ভোগ খেয়ে, রাতে পছন্দের রেস্তরাঁয় খাওয়ার পরিকল্পনা করাই থাকে। কিন্তু পেটরোগা বাঙালির পেটে তো এত অত্যাচার সহ্য হয় না। পুজো-পার্বণ ছাড়াও বাইরে খাওয়াদাওয়া তো চলতেই থাকে। অনিয়ম তো আছেই। যার জেরে এখন সাধারণ বাড়ির খাবার খেলেও প্রায় প্রতি দিনই হজমের ওষুধ খেতে হয়। তবে পুজোর সময়ে পেটের হাল ঠিক রাখতে একটার জায়গায় তো চারটে ওষুধ খাওয়া যাবে না। তা হলে কী করবেন? এখন থেকেই নিয়মিত তিনটি ব্যায়াম অভ্যাস করতে পারলে এই ধরনের সমস্যা কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে।

বজ্রাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে সোজা হয়ে বসুন। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিন। এ বার একটি করে পায়ে হাঁটু মুড়ে তার উপর বসুন। গোড়ালি জোড়া করে রাখুন। শিরদাঁড়া সোজা করে বসুন। হাত দু'টো উরুর উপর টানটান করে রাখুন। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে বসুন। এই আসনটি শরীরে অতিরিক্ত মেদের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। পেটের তলদেশে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে। সেই সঙ্গে গ্যাসের সমস্যা থেকে দূরে রাখে।

পশ্চিমোত্তাসন এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে দু'হাত মাথার দু'পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু'টি একসঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু'পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন।

সন্ধ্যার কাজের ফাঁকে কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন ?

দুপুরে ভরপেট খেয়েও সন্ধেবেলায় হালকা কিছু না খেলে মনটা কেমন উসখুস করে। কাজের ফাঁকে খিদে পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অনেকেই তাই টুকটুক কিছু খাবারের খোঁজ করেন। অনলাইনে পছন্দের খাবার অর্ডার করেন। তবে ওজন নিয়ে সচেতন হলে কিন্তু ইচ্ছামতো খেয়ে নেওয়া যাবে না। এমনিতে খাবার খাওয়ার সময়ের সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়ার গভীর যোগ নেই। তবে ঘড়ি ধরে খেলে খানিকটা সুফল তো মেলেই। পুষ্টিবিদেরা বলেন, ওজন ঝরাতে চাইলে সন্ধ্যার পর "লো কার্ব" ও "লো ফ্যাট" খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। তাতে গ্যাস-অম্বল হয়ে আবার অন্য সমস্যা হতে পারে। সন্ধ্যার পর কোন খাবারগুলি খেলে গ্যাস-অম্বল এবং ওজন বেড়ে যাওয়া, দুয়েরই ঝুঁকি থাকে?

প্রক্রিয়াজাত খাবার

প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলিতে "হাইড্রোজেনেটেড অয়েল", চিনি, নুন ও অত্যধিক মাত্রায় ক্যালোরি থাকে। যেগুলি ওজন বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যতেষ্ট। ওজন ঝরানোর ইচ্ছা থাকলে সন্ধ্যার পর এ ধরনে খাবার না খাওয়াই শ্রেয়। ওজন বেড়ে যাওয়া ছাড়াও শরীরের জন্যও একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয় এই খাবারগুলি।

সোডা যুক্ত পানীয়

বিভিন্ন প্রকার নরম পানীয় ও সোডাযুক্ত পানীয়তে চিনির মাত্রা বেশি থাকে। পুষ্টিবিদেরা সেই কারণে এই ধরনের পানীয় সন্ধ্যার পর খেতে পারেন। সকালের দিকে হজমক্ষমতা বেশি থাকে। ফলে তখন এই পানীয়গুলি দ্রুত হজম হয়ে যায়। তবে সূর্য ডোবার পানীয় হোক কিংবা খাবার, হজম হতে সময় নেয়। তাই সন্ধ্যার পর নরম পানীয় কম খাওয়ার চেষ্টা করুন।

চিজ

পিতা, বার্গার এবং আরও অনেক রকমারি খাবারে চিজ থাকে ভরপুর পরিমাণে। এই খাবারে অত্যধিক মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট, কোলেস্টেরল ও সোডিয়াম থাকে। ওজন ঝরাতে চাইলে সন্ধ্যার পর চিজ না খাওয়াই শ্রেয়। খেতে ভাল লাগলেও পরে বাড়তি ওজন নিয়ে ভুগতে হতে পারে।

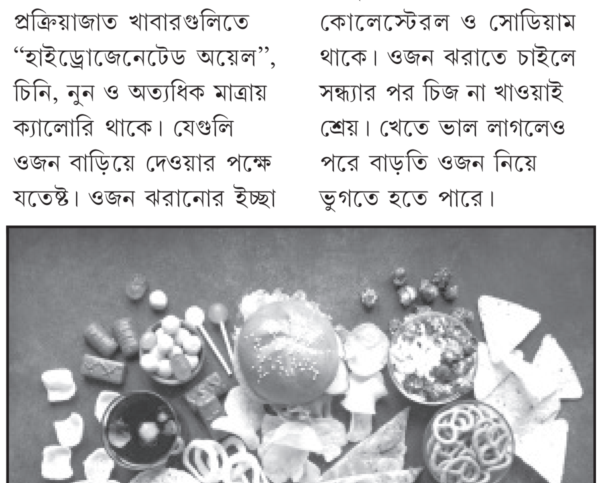

৩টি কৌশল মাথায় রাখলে রোজই রান্নাঘরের যত্ন নেওয়া যায়

সুস্থ থাকতে শুধু শরীরচর্চা কিংবা ডায়েট করলেই চলবে না। যত্নে রাখতে হবে হেঁশেলও। রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার উপর ভাল থাকা নির্ভর করছে। তাই বাহারি পদ রান্না করে হেঁশেলের সঙ্গে সম্পর্কে দাঁড়ি টানলে চলবে না। নিয়ম করে রান্নাঘর পরিষ্কারও রাখতে হবে। হেঁশেলের কোণে কোণে যদি জীবাণু ছেঁয়ে থাকে, তা হলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়।

তবে হেঁশেল জীবাণুমুক্ত রাখতে কয়েকটি কৌশল শুধু মেনে চলতে হবে। তা হলেই আর সুস্থ থাকা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে না।

১) অফিস, বাড়ির অন্যান্য কাজ, বাইরের কিছু দায়িত্ব এত কিছু একা হাতে সামলে রান্নাঘর পরিষ্কার করার সময় পান না অনেকেই। কিন্তু সুরক্ষিত থাকতে চাইলে রোজ খানিকটা সময় বার করতেই হবে। কম সময়ে রান্নাঘর জীবাণুমুক্ত করতে চাইলে সাবানজলে কাপড় ভিজিয়ে রান্নাঘরের প্রতিটি কোণ মুছে নিন। চিমনি থাকলে দেওয়ালে তেল-মশলা জমে। সেগুলি নিয়ম করে পরিষ্কার করতে হবে।

২) মাজা বাসনও ব্যবহার করার আগে এক বার ধুয়ে নেওয়া জরুরি। আর পরিষ্কার বাসন সিঙ্কের উপর রাখবেন না। বরং কোনও তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখুন। তবে বাসন মাজার পরেই তুলে রাখবেন না। ধোয়ার পর শুকিয়ে তবেই তুলে রাখুন।

৩) মাছ, মাংস কাটার ছুরি দিয়েই পনির, সব্জি, পাউরুটি কিংবা এই ধরনের কোনও খাবার কাটবেন না। মাছ-মাংস কাটার সময়ে প্রাণীর দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া জীবাণু লেগে যায় ছুরিতে। তাই মাছ, মাংস কাটার পর সেই ছুড়ি ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। অন্য খাবারে ছুরি ছোঁয়ানোর আগে গরমজলে ধুয়ে নিতে পারেন।

আরও ১০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের আর্জি শুনবেন বিচারপতি

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রাথমিক স্কুলের আরও ১০ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের আর্জি জমা পড়ল কলকাতা হাই কোর্টে। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এঁরা চাকরির শর্ত পূরণ না করেই এতদিন 'অস্থায়ী শিক্ষক' হিসাবে চাকরি করে এসেছেন।

মামলাকারীদের দাবি, সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে তাদের সেই অস্থায়ী চাকরিও থাকার কথা নয়। এই মর্মেই ওই দশ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল চেয়ে মঙ্গলবার মামলা দায়ের হয়েছে হাই কোর্টে। আগামী বুধবার এই মামলাটি শুনবেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

মামলাকারীরা জানিয়েছেন, এই প্রাথমিক শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। প্রাথমিকের শিক্ষক হওয়ার জন্য যে ডিএলএড ডিগ্রি লাগে তা এঁদের নেই। সাধারণত উচ্চপ্রাথমিক তার উপরের স্তরের স্কুলে চাকরির জন্য লাগে বিএড প্রশিক্ষণ। কিন্তু ২০১৮ সালে জাতীয় শিক্ষণ পর্ষদ একটি নতুন নিয়ম তৈরি করে। তারা জানায়, বিএড প্রশিক্ষিতরাও প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে কিন্তু চাকরি পাওয়ার এক বছরের মধ্যে তাঁদের একটি ছ'মাসের ব্রিজ কোর্স করতে হবে।

মিতালি রায়-সহ ৩৩৩ জন প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থী মঙ্গলবার এই মর্মে একটি মামলা করেছেন কলকাতা হাই কোর্টে। তারা জানিয়েছে, এই শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল ২০২০ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায়।

মামলাকারীদের অভিযোগ, এই ১০ হাজার প্রাথমিকের শিক্ষক প্রত্যেকেই বিএড প্রশিক্ষিত হলেও নিয়ম মোতাবেক ব্রিজ কোর্সটি করেননি। ফলে জাতীয় শিক্ষণ পর্ষদের নিয়মানুসারে এঁরা প্রাথমিকের শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নন। এঁদের যে ব্রিজ কোর্স হয়নি, তা স্বীকার করেছেন স্বয়ং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসেই দায়ের হওয়া একটি মামলায় তিনি জানিয়েছিলেন, "২০১৫ সালের পর থেকে রাজ্যে শিক্ষকদের কোনও ব্রিজ কোর্স করানো হয়নি।"

মামলাকারীরা আদালতকে জানিয়েছেন, ব্রিজ কোর্স না হওয়ায় এই শিক্ষকেরাও স্থায়ী চাকরি পাননি। তাঁরা এখনও অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবেই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বি ক্যাটাগরিতে বেতন পেয়ে চলেছেন। কিন্তু সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে .যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে এই অস্থায়ী পদেও আর থাকতে পারবেন না ওই দশ হাজার শিক্ষক।

আদালতে দোষ কবুল মাটিগাড়ায় কিশোরী খুনে অভিযুক্তের

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় কিশোরী খুনে অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ফের আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্ত যুবক আদালতে দোষ কবুল করেছে। সে তার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত যুবকের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন নিহত কিশোরীর মা। গত ২১ অগাস্ট মাটিগাড়ায় স্কুল ছাত্রীকে মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার তদন্তে নেমে সেদিন রাতেই শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাস (২২)-কে গ্রেফতার করে। আব্বাস মাটিগাড়ার লেনিন কলোনির বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, ছাত্রীটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল আব্বাস। ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় সে মেয়েটিকে খুন করেছে। ঘটনার জেরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যে। মঙ্গলবার অভিযুক্তের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজত শেষ হয়। আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও অভিযুক্ত যুবক আদালতে দোষ কবুল করেছে।

হিটলারের সঙ্গে উদয়নিধি স্ট্যালিনের তুলনা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সনাতন ধর্ম নিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলের বিতর্কিত বক্তব্যের জেরে বিজেপি তাঁকে নাৎসির অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছে। বিজেপি বলেছে, উদয়নিধি স্ট্যালিনের মন্তব্য "সম্পূর্ণ ঘৃণামূলক বক্তব্য"।

বিজেপির অভিযোগ, তাঁর বক্তব্য দেশের ৮০ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের "গণহত্যা"র কারণ হয়ে উঠবে। বিজেপি বলেছে, হিটলারের মতো, স্ট্যালিনের ছেলেও বলেছিলেন, সনাতন ধর্মকে বিলুপ্ত করা উচিত। আমরা জানি কীভাবে নাৎসি বিদ্বেষ গণহত্যায় পরিণত হয়েছিল। যেখানে প্রায় ৬ মিলিয়ন ইউরোপীয় ইহুদি এবং কমপক্ষে ৫ মিলিয়ন অন্যান্য সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী এবং অন্যান্যরা নিহত হয়েছিল। উদয়নিধি স্ট্যালিন অবশ্য বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করে তুলেছে এবং তাঁর সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগও তোলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা যেকোনও মামলার মুখোমুখী হতেও তিনি প্রস্তুত বলে সাংবাদিকদের জানান এম কে স্ট্যালিন পুত্র। তিনি আরও বলেন, বিজেপি ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পায় এবং এই ইস্যুতে ইস্কানি দেওয়ার জন্যই বিজেপি তাঁর সম্পর্কে এসব কথা ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন উদয়নিধি স্ট্যালিন। তিনি বলেন, ডিমকে-র নীতি এক বংশ, এক ঈশ্বর। তিনি শুধু মাত্র সনাতন ধর্মের সমালোচনা করেছেন, তাঁর মন্তব্যকে বিকৃত করে তুলেছে বিজেপি।

শিক্ষক দিবসে পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে মিড-ডে মিল খেলেন সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিক্ষক দিবসে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের কাটনা আদিবাসী কেএমএস বিদ্যাপীঠের তরফে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মঙ্গলবার স্কুলের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মাটিতে বসে মিড-ডে মিল খেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার একজন শিক্ষকও। তাই শিক্ষক দিবসে স্কুলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। পাশাপাশি, এদিন তপনের একটি স্কুলের তরফেও সুকান্তকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে এদিন কাটনা আদিবাসী কেএমএস বিদ্যাপীঠে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সুকান্ত। সকল ছাত্রছাত্রীদের কলম উপহার দেন বালুরঘাটের সাংসদ। এদিন স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে মাটিতে বসে মিড-ডে মিল খেতেও দেখা যায় সুকান্তকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা কৌশিক রায়।

ধূপগুড়ি নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ধূপগুড়িতে মঙ্গলবার বিজেপি প্রার্থীকে হুমকির অভিযোগ উঠল অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে অভিপোগ করল বিজেপি।

মূলত এদিন সকালে জুড়াপানি ভূতেরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তোলেন বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়।

প্রথমে পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গে কথোপকথনে ২০০ মিটারের মধ্যে তাঁদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাপসী রায়ের অভিযোগের পর দরজার সামনে থেকে সরে যেতেও দেখা যায় পুলিশকে। কিন্তু ক্ষণিকেই পট পরিবর্তন। ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। তিনি আইনের পাঠ শেখান বিজেপি প্রার্থীকে। এবং সরাসরি বলেন, "অভিযোগ থাকলে নির্বাচন কমিশনে যান।" স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাতেই বিতর্ক মোড় নেয়। এরপরেই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি।

মূলত, "বুথের দরজায় দাঁড়িয়ে কেন ভোটারদের স্লিপ দেখছিলেন রাজ্য পুলিশ কনস্টেবল? পুলিশ কনস্টেবলের এই ভূমিকার তীব্র আপত্তি জানান বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়। কমিশনের আইন অনুযায়ী, রাজ্য পুলিশ শুধুমাত্র ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবে, পরিচয়পত্র যাচাই করবে না। এর পরই বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যে ব্যবহার করলেন, তা অত্যন্ত আপত্তিকর। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসারের এই আচরণ অত্যন্ত বেমানান। অবিলম্বে ওই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে ডিউটি থেকে সরিয়ে জেলার বাইরে পাঠানো হোক", অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়ে দাবি তোলে বিজেপি।

কুণাল ঘোষকে স্পেন-দুবাই যাওয়ার অনুমতি দিল হাই কোর্ট

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কুণাল ঘোষকে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল রাজ্যে সারদা মামলায় একজন অভিযুক্ত এ কথা জানিয়ে, তাঁর বিদেশযাত্রা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল সিবিআই।

মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্ট সেই আপত্তি খারিজ করে জানিয়ে দিল, বিদেশ যাত্রা মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া কুণাল এর আগেও বিদেশে গিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভাঙার কোনও অভিযোগ এ যাবৎ ওঠেনি।

আগামী ১২ সেপ্টেম্বর স্পেনের বাণিজ্য সম্মেলনে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে যাচ্ছেন রাজ্যের একটি প্রতিনিধি দলও। রাজ্যের শাসকদলের মুখপাত্র কুণালের সেই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবেই স্পেনে যাওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু তিনি রাজ্যের একটি তদন্তাধীন মামলায় অভিযুক্ত, সে জন্য তাঁর বিদেশযাত্রায় বাদ সাধে তদন্তকারী সিবিআই।

আদালতকে তদন্তকারী সংস্থাটি জানায়, এতে তদন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে হাই কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি বাগচি বলেন, "কুণাল অভিযুক্ত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাই বিদেশ যাত্রা আটকানো যায় না। তা ছাড়া কুণাল বিদেশ গেলে তদন্তে কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা জানাতে পারেনি সিবিআই। এ ব্যাপারে তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণও দাখিল করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সংস্থাটি। " কুণালের আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এর পরেই সিবিআইয়ের আপত্তি নাকচ করে কুণালকে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দেয় দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

নাবার্ড-এর অর্থানুকূল্যে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পাথারকান্দিতে সিএম ভিজিল্যান্স টিম

পাথারকান্দি (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় নাবার্ড-এর অর্থানুকূল্যে গ্রামীঁণ সড়ক নির্মাণে ব্যাপক নয়ছয়ের অভিযোগ পেয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছে মুখ্যমন্ত্রী ভিজিল্যান্স টিম। জানা গেছে, বুরুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত (জি)-এ ১১ কোটি টাকায় তিনটি গ্রামীণ সড়কের কাজে ব্যাপক নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগের খবর পায় মুখ্যেমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার দফতর। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভিজিল্যান্স টিমকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে সোমবার পরেশ হালৈয়ের নেতৃত্বে দশ জনের সিএম ভিজিল্যান্সের একটি টিম আসে পাথারকান্দি। এখানে এসে চাঁদখিরা ব্রিজ থেকে কাটাবাড়ি পর্যন্ত ঠিকাদার প্রতাপ সিনহার তত্বাবধানে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রায় সোয়া দুই কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কেব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে, সেগুলি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করেন। গুয়াহাটি গিয়ে তৈরি রিপোর্টটি তাঁরা মুখ্যেমন্ত্রীর মনিটরিং কমিটির হাতে তুলে দেবেন। পাশাপাশি আরও দুই ঠিকাদার যথাক্রমে সুমন ধর ও বাহারুল ইসলামের অনুরূপ আরও দুটি কাজে নয়ছয়ের অভিযোগ থাকলেও এদিন মুখ্যামন্ত্রীর ভিজিল্যান্স টিম সেগুলি তদন্ত করেছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ওই কাজের ঠিকাদার প্রতাপ সিনহা জানান, তিনি কংগ্রেস পরিবারভুক্ত হওয়ায় নিয়ম মেনে ভালোভাবে রাস্তা তৈরি করেও শাসক দল তাঁকে টার্গেট করে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে তিনি মুখ্যামন্ত্রীর সাথে দেখা করে কথা বলবেন, জানান প্রতাপ সিনহা।

রাধাকৃষ্ণনের অবদান, উৎসর্গ এবং প্রজ্ঞা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসের তরফ থেকে মঙ্গলবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের প্রশংসা করেছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শিক্ষক দিবসের দিন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁকে একজন দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। খাড়গে বলেন, রাধাকৃষ্ণনের অবদান, উৎসর্গ এবং প্রজ্ঞা মানুষকে এখনও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। প্রতিবছর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। খাড়গে বলেন, শিক্ষকরাই প্রকৃত দেশের নির্মাতা। তাঁরা শুধুমাত্র আমাদের পথপ্রদর্শকই নন, ভালো মূল্যবোধ গড়ে তুলতেও তাঁরা আমাদের পথ নির্দেশ করে থাকে।

খাড়গে আরও বলেন, আমরা সারা দেশের সমস্ত শিক্ষককে আজকের দিনে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য নির্ধারণ করবে। জয়রাম রামেশ এক্স হ্যাণ্ডেলের মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, আজ আমরা শিক্ষক দিবস পালন করছি এবং মহান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও লেখক সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনকেও স্মরণ করছি। "দ্য হিন্দু ভিউ অফ লাইফ", "ইন্ডিয়ান ফিলোসফি", "ইস্টার্ন রিলিজিয়নস অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন থট", "দ্য ভগবত গীতা", "দ্য ধম্মপদ", এবং "দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদ"-এর মতো তাঁর অনেক বইয়ের কথাও জয়রাম রামেশ তাঁর লেখায় তুলে ধরেন।

আইভিল চা বাগানে ফের লেপার্ডের দেহ উদ্ধার

চালসা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের আইভিল চা বাগান থেকে ফের একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী লেপার্ডের দেহ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার সকালে বনকর্মীরা এসে লেপার্ডের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান।

এদিন সকালে বাগানের লোকজন ডাঙ্গি ডিভিশনের ৩৫ নম্বর সেকশনে লেপার্ডের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষের ভিড় করেন সেখানে। খবর দেওয়া হয় বনদফতরের খুনিয়া স্কোয়াডে। বনকর্মীরা এসে লেপার্ডের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। দেহ থেকে রীতিমত গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। দেখে মনে হচ্ছে, দেহটি দুদিন আগের। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজলকুমার দে বলেন, 'লেপার্ডের দেহ লাটাগুড়ি প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।'

ভিলওয়াড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত চার

ভিলওয়াড়া, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের ভিলওয়ারা শহরের পুর থানা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার ভেঙে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রেলারের সাথে ধাক্কা খায়। মঙ্গলবার দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন মারা গেছে। তারা সবাই আজমিরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ২ জন।

পুলিশ অফিসার শিবরাজ গুর্জার জানিয়েছেন, আজমেরের বাসিন্দা রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল (৬৫), তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা দেবী এবং ছেলে মনীশ এবং তাঁর স্ত্রী ইয়াশিকা এবং নাতনি কিয়াকে নিয়ে নাথদ্বারা যাচ্ছিলেন। পানসাল গ্রামের কাছে মোড়ে হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার থেকে লাফিয়ে সামনে থেকে আসা একটি মিনি ট্রাকের সাথে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়, আর একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। দুর্ঘটনায় পরিবারের ২ বছর বয়সী মেয়ে কিয়া এবং চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুর থানার পুলিশ।

করিমগঞ্জের হাতিখিরায় নবনির্মিত কালভার্টে ফাটল ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

পাথারকান্দি (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ব্লকের হাতিখিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সলগই বাগান লাগোয়া ৮ নম্বর ডিভিশনের শিববাড়ি সংলগ্ন নবনির্মিত পাকা কালভার্টে উলম্ব ফাটল ধরেছে। এ জন্য বর্তমানে সব ধরনের যানবাহন ওই পথে চলাচল বন্ধ, অভিযোগ স্থানীয়দের।

তাছাড়া ওই কালভার্ট নির্মাণের প্রায় তিন বছর পরও একপাশের অ্যাপ্রোচে আজও মাটি ভরাট করা হয়নি। ফলে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে জনগণকে। সরকারি কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয় করে নতুন করে তৈরি সেতুটি এখনও ব্যবহারযোগ্য হয়নি বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।

কালভার্টের গার্ডওয়ালে বিশাল বিশাল ফাটল ধরায় স্থানীযরা ওই কাজের সাথে যুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয় বদ্রীনাথ গোয়ালা এবং অন্যরা বলেন, সরকারি টাকা খরচ করে এমন নড়বড়ে কালভার্ট তৈরি করে আখেরে জনগণের ক্ষতি করা হয়েছে। তাঁরা শীঘ্র কালভার্টটি মেরামত করে জনগণের চলাচল করার উপযোগী করতে সার্কল অফিসার, জেলাশাসক এবং বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু ভারতের, ১৫ সদস্যের নাম ঘোষণা করলেন আগরকর

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত হল ভারতের স্কোয়াড। মঙ্গলবারই ছিল স্কোয়াড ঘোষণার শেষ দিন। এশিয়া কাপের ম্যাচ চলছে শ্রীলঙ্কায়। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেখান থেকেই আজ ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করল। ক্যান্ডির একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। ১২ বছর পর বিশ্বকাপ ট্রফি ফেরানোর দায়িত্ব যে ১৫ জন সদস্যের উপর থাকছে তাঁরা হলেন- রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষাণ, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া (সহ-অধিনায়ক), সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ এবং কুলদীপ যাদব।

পুরো সুস্থ হতে না পারায় এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি লোকেশ রাহুল। বদলে সুযোগ পেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই নজর কেড়েছেন ঈশান কিশন। তা হলে বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে জায়গা হবে কার? সুস্থ হয়ে ফেরা রাহুলের? না কি ছন্দে থাকা ঈশানের?

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বিশ্বকাপের দলে রাহুল ও ঈশান দু'জনের নাম ঘোষণা করার পরে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন, তা হলে কাকে প্রথম একাদশে খেলতে দেখা যাবে? জবাবে রোহিত বলেন, "কে খেলবে সেটা নির্ভর করবে আমরা কাদের বিরুদ্ধে খেলছি, কোন পরিস্থিতিতে খেলছি, এই সব বিষয়ের উপর। যে ম্যাচে যাকে দলে নিলে আমাদের বেশি সুবিধা হবে তাকেই খেলাব।'

শিক্ষক দিবসে রাজ্যের 'কৃতি' শিক্ষকদের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার রাজ্যের বাছাই করা শিক্ষকদের শিক্ষারত্ন পুরস্কার দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে আলিপুরে ধনধান্যে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানে যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব ছাড়াও শিক্ষা মহলের বিশিষ্টরা। একইসঙ্গে এই অনুষ্ঠান থেকেই দেওয়া হয় সেরা বিদ্যালয়ের পুরস্কার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতেই পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ১০জনের হাতে এই সম্মান প্রদান করা হবে। বাকিটা জেলাস্তরে প্রদান করা হবে।

গত এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক বড় বিতর্ক হয়েছে । দুর্নীতির অভিযোগে খোদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতার হতে হয়েছে। বিতর্ক হয়েছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্য প্রশাসন। বিষয়টি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার আদালতে যাওয়ার কথা ভাবছে। এমন আবহে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বাড়তি তাৎপর্য রাখে।

ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজেন এবং পেনশনার সংঘের সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার গান্ধীঘাটস্থিত অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত সংঘের কর্মকর্তারা।

নানা কার্যসূচির মাধ্যমে করিমগঞ্জের সলগই হাইস্কুলে পালিত শিক্ষক দিবস

পাথারকান্দি (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে নানা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে ৬২-তম শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডের অধীন সলগই হাইস্কুলে।আজ মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের পুণ্যেলগ্নে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে, রবি ঠাকুরের এই গান আবৃত্তি করে স্কুলের শিক্ষিকা নয়না পালের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়।এর আগে উপস্থিত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে। পরে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে অতিথি বরণ করা হয়।এতে উত্তরীয় পরিয়ে ও উপহার সামগ্রী দিয়ে পড়ুয়ারা প্রথমে উপস্থিত শিক্ষকদের সংবর্ধিত করে।পরে ছাত্রছাত্রী কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র আয়োজনস্বরূপ অতিথিদের দিয়ে কেক কেটে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিবেরগুল হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ লোহারের পৌরোহিত্যে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সলগই হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক রামচন্দ্র রায় এদিনের এই বিশাল কার্যক্রমের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি দার্শনিক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রাধাকৃষ্ণণের জন্মজয়ন্তী পাঁচ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সেই সঙ্গে এদিন সকল শিক্ষাগুরুদের যথাযথভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।পরে ক্রমান্বয়ে সভায় বক্তব্য প্রদান করেন প্রাক্তন শিক্ষাবিদ মুকুল বৈদ্য সহ অন্যরা। এদিন স্কুলের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে রামচন্দ্র গোয়ালা, স্বপনকুমার শুক্লবৈদ্য, কান্তাপ্রসাদ যাদব, হোসেন আহমেদ, প্রধানশিক্ষক অভিজিৎ সিংহ, দিলীপ রাজকুমার,ধ্রুবকুমার সিনহা সহ স্কুলের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা।অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য-গীত পরিবেশন সহ মহান শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য নিয়ে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করে। অনুষ্ঠান যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ধ্রুব সিনহা ও শিক্ষিকা নয়না পাল।

ব্যয় করা হবে

● প্রথম পাতার পর

দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করা হয়েছে। রাজ্যেও এই শিক্ষা নীতি কার্যকর করা হচ্ছে।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নে পিএম শ্রী প্রকল্পে প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০২৩-২৮ অর্থবছরের বাজেটে এজন্য ৫০ কোটি টাকা বায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ভর্তির আবেদনের সুবিধার জন্য একটি ওয়েব এপ্লিকেশন পোর্টাল তৈরী করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে ৪৪ হাজার ৬০০টি বাইসাইকেল বিতরণ করেছে। ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরেও চালু থাকবে। এজন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা' নামে একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন স্থানাধিকারী মেয়েদের বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়া হবে। পিএমশ্রী ও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ৪০০টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকীকরণ করা হবে। যুব সম্প্রদায়কে দেশ সেবায় উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা অগ্নিবীর কর্মসূচি চালু করতে যাচ্ছে। যাতে তারা অগ্নিপথ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে।

প্রদেশ বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনের খবর দায়িত্বসহকারে সুষ্ঠুভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ সকল স্তরের গণমাধ্যমকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উপনির্বাচনে ধনপুরবাসী বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে। বক্সনগর ও ধনপুর দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের ১০০ শতাংশ জয় নিশ্চিত বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্ব সরকার হ্যাটট্রিক করবে বলে দাবি প্রতিমা ভৌমিক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৮৯.২ শতাংশ, ধনপুরে ৮৩.৯২ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

দলের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। মূহুর্তের মধ্যে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করতেই ছুটে আসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু এই ঘটনায় ভোট দিতে আসা প্রায় ১১ জন বিজেপি এবং সিপিআইএম কর্মী সমর্থক আহত হয়।তবে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ভয়ে ভোট না দিয়ে ফিরে যায়। বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সেখানে নিয়োজিত আছে।

উদয়পুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত ৬২তম শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর।। উদয়পুর মহকুমা ভিত্তিক ৬২ তম শিক্ষক দিবস তথা ভারতের রাষ্ট্রপতি দার্শনিক ও শিক্ষক সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণণনের জন্মদিনটি পালিত হয় রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী তথা ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রনজিৎ সিংহ রায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন মজুমদার, কিল্লা বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া ,উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার পুনরায়, প্রধান বক্তা তথা উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অর্চনা দন্ডপাঠ। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া। শিক্ষক দিবসে মহকুমা গত সেপ্টেম্বর ২০২২থেকে এই বছর ৩১আগস্ট পর্যন্ত মোট ১০৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিক্ষক দিবসের সম্মাননা স্মারক, ব্যাচ, উত্তরীয়, গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করা,উপহার স্বরূপ উপন্যাস ইত্যাদি দেওয়া হয়। শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি বর্গ। সভায় সকলেই গুরত্বপূর্ণ আলোচনা করলেও সবার আকর্ষণ ছিলো উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা অর্চনা দন্ডপাঠের ভাষণের দিকে। উদয়পুর বেসরকারী নার্সারি স্কুল চিলড্রেন্স একাডেমীতে অভিভাবক/অভিভাবিকারা ৬২ তম শিক্ষক দিবস কেক কেটে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদর্শন করেন। এই নিয়ে এই নার্সারি স্কুল চিলড্রেন্স একাডেমী বিগত ২৮ বৎসর ধরে শিক্ষক দিবস পালন করে আসছে।অন্য দিকে উদয়পুর মহকুমা সর্বত্র সরকারী ,আধা সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজ, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আজকের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার ৬২ তম শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়।অপর দিকে লায়ন্স ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার উদয়পুর শাখার উদ্যোগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ড: সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণণনের জন্মদিনটিকে ৬২তম জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের অঙ্গ হিসেবে উদয়পুর শহরের ৬জন শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে সম্মাণনা প্রদান করেন। সর্বশ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার, ড: হরেকৃষ্ণ আচার্য্য, স্বপন চক্রবর্তী,প্রতিভা দে,রেখা রায় ও নূপুর রায় মহোদয়াকে সম্মাণনা হিসেবে পুষ্প স্তব্ধ,উত্তরীয় ,শাল চাদর ও মেমেন্টো দিয়ে বরণ করেন।উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার উদয়পুর শাখার সভাপতি মিত্রা ঘোষ, সম্পাদক রঘুনাথ সাহা , লক্ষণ দাস, বিষ্ণু দে ,নন্দন বনিক, কোষাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য সদস্য/সদস্যাবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিলো লক্ষ্যনীয়। উদয়পুর মহকুমা সরকারী কর্মচারী সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘও তাদের কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার দিনটি ৬২তম শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত করছেন

বামেদের

● আটের পাতার পর

আইন পাশ করে বনভূমি থেকে উপজাতিদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করছে। উপজাতিদের কাছ থেকে বনের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বনের পাট্টা কেড়ে নিয়ে বনভূমি আদানী আম্বানী সহ বিদেশী বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মরিয়া অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, বি জে পি মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যা সমাধানের জন্য মোটেই আন্তরিক নয়। বরং এদের শাসনে মানুষের বাঁচা বাড়ার সমস্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এদের অপশাসনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নেই। লড়াই সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর করেই জনবিরোধী নীতির অভিমুখ পরিবর্তনে ওদের বাধ্য করতে হবে। তিনি বলেন, মোদির জমানায় গণতন্ত্র, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলিক অধিকার সবকিছু আক্রান্ত।দেশের সংস্কৃতি , কৃষ্টি আক্রান্ত। দেশের বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের নীতি আজ আক্রান্ত। মিশ্র সংস্কৃতি আক্রমণের মুখে।সংখ্যালঘুদের জীবন আজ বিপন্ন। হিন্দুরাষ্ট্র কায়েমের নামে দেশের ঐক্য সংহতির চরম সর্বনাশ করছে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো আন্দোলন দুর্বার করা।

অঘোর দেববর্মা বলেন, মোদির জমানায় মানুষের দাম কমছে। চালের দাম বাড়ছে।নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ছে। কিন্তু মানুষের দাম কমছে। ত্রিপুরার মানুষের কৃষি করে বাঁচার আজ আর কোন উপায় নেই।সেচের উৎস যেগুলো বামফ্রন্ট সরকারের সময় তৈরি করা হয়েছিল আজ সেগুলো সংস্কারের অভাবে অকেজো। বিদ্যুৎ ব্যাবস্থা বিপর্য্যস্ত। যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিপর্য্যস্ত। সব ধরনের পরিষেবা আজ তলানিতে।আর অন্যদিকে চলছে সরকারী অর্থে লাগামহীন দুর্নীতি। গণতন্ত্রের নিধনযজ্ঞ চলছে সারা রাজ্য জুড়ে।

তিনি বলেন, মোদি ভয় পেয়েছে। বি জে পি -- র বুকে কাঁপন ধরেছে। দেশের মানুষ দুঃশাসনের অবসানে আজ সঙ্কল্পবদ্ধ। বিরোধীরা একজোট হচ্ছেন।। তাই গদি বাঁচানোর জন্য সংসদে বিল আনার পায়তারা কষছে।এক দেশ এক ভোটের শ্লোগান তুলছে। যা গণতন্ত্র বিরোধী।ওরা সবকিছু এক করার শ্লোগান তুলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।শুধু এক দেশ এক ভোট নয়।ওদের নীতি হলো দেশের মাঝে একদলীয় শাসন কায়েম করা। তাই সব অংশের মানুষকে সংগঠিত করে বি জে পি -- র ডাবল ইঞ্জিন সরকারের জনবিরোধী নীতির অভিমুখ পরিবর্তনে দুর্বার লড়াই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।পরাস্ত করতে হবে জনবিরোধী নীতির ধারক ও বাহক বি জে পি কে।

অঘোর দেববর্মা বলেন, বি জে পি হলো দেশের মানুষের গণশত্রু। ওদের দোসর আই পি এফ টি সরকারের শরিক।এরপরেও উপজাতি এলাকায় উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়েছে।এ ডি সি দখল করেছে তিপ্রা মথা।কিন্তু এ ডি সি -- র উন্নয়ন স্তব্ধ। তাই এসব মেকী উপজাতি দরদীদের জনবিচ্ছিন্ন করতে হবে।

ডিমা হাসাওকে দু-ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন প্রসঙ্গে হাফলঙে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন

হাফলং (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাওকে দু-ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের ইস্যু নিয়ে রাজ্যের গ্রুপ অব মিনিস্টারের সঙ্গে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের নেতৃত্বের সঙ্গে আজ মঙ্গলবার হাফলং আবর্ত ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পৃথক জেলা গঠনের ইস্যু নিয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের গঠিত গ্রুপ অব মিনিস্টারের সদস্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, মন্ত্রী যোগেন মোহন, মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসো, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসো, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার, ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের সভাপতি এল কুকি, কার্যনির্বাহী সভাপতি সামসুদ্দেন বে জেমি, সাধারণ সম্পাদক এল লিমা কেভম, ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টসফোরামের সভাপতি এল লিমা কেভম প্রমুখ।

হাফলং আবর্ত ভবনে পৃথক জেলা ইস্যু নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বাইরে এসে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের সভাপতি এল কুকি ও সাধারণ সম্পাদক এল লিমা কেভম বলেন, পৃথক জেলা ইস্যু নিয়ে আজকের বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। এল কুকি বলেন, বৈঠকে গ্রুপ অব মিনিস্টারের সদস্যরা ডিমা হাসাও জেলাকে দু-ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে জেলার হেডকোয়ার্টার হাফলং এবং বাউন্ডারি নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। অবশ্য সে সব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে। বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করা হবে জেলার হেডকোয়ার্টার নিয়ে।

এল লিমা কেভম বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনের আগেই ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের বিষয়টি রূপায়ণ করার দাবি জানানো হয়েছে গ্রুপ অব মিনিস্টারের কাছে ইন্ডিজেনাস পিপলসফোরামের পক্ষ থেকে।

তিন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডিমা হাসাও জেলার ১৩ কৃতী শিক্ষককে সরকারি সংবর্ধনা

হাফলং (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার ১৩ জন কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সরকারিভাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ৬২-তম শিক্ষক দিবসে আজ মঙ্গলবার হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের তিন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, যোগেন মোহন ও নন্দিতা গার্লোসোর উপস্থিতিতে ডিমা হাসাও জেলার মোট ১৩ জন কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সরকারিভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসো তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে জেলার তিন কৃতী শিক্ষককে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করেন।

৬২-তম শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাজ্যের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা হচ্ছেন সমাজ গঠনের মূল কারিগর। তিনি বলেন, সুস্থ সমাজ গঠনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষক-শিক্ষিকারা হচ্ছেন শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু ছাড়া কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় না। তাই শিক্ষাগুরুর প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর প্রধান কর্তব্য, বলেন মন্ত্রী হাজরিকা।তিনি বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করে দেশ গঠন তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে চলছেন।এদিন শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের প্রথমে ড় সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, যোগেন মোহন সহ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসো। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য লাল সিয়ামে ডার্নে, স্যামুয়েল চাংসন, স্কুলসমূহের পরিদর্শক গায়েত্রী নাইডিং প্রমুখ।

অমিতাভকে বিশেষ সম্মান দিল বিসিসিআই

মুম্বাই, ৫ সেপ্টেম্বর(হি.স.) : বলিউডের মহানায়ক 'বিগ বি' অমিতাভ বচ্চনের হাতে তুলে দেওয়া হল আসন্ন বিশ্বকাপের গোল্ডেন টিকিট। তাঁর হাতে এই টিকিট তুলে দিলেন বিসিসিআই-এর সচিব জয় শাহ। বোর্ডের টুইট করা সেই ছবি ভাইরাল হতে সময় লাগেনি।

বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে টুইট করার পাশাপাশি এক ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'আমাদের গোল্ডেন আইকনের জন্য গোল্ডেন টিকিট। আমাদের এই গোল্ডেন টিকিট শতাব্দীর সুপারস্টার শ্রী অমিতাভ বচ্চনের হাতে তুলে দিচ্ছেন আমাদের সচিব। উনি একজন কিংবদন্তী অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলার প্রতিও যথেষ্ট উৎসাহী।

চোটে এশিয়া কাপ শেষ বাংলাদেশের শান্তর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর(হি.স.) : আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু তার আর এশিয়া কাপ খেলা হল না। এশিয়া কাপ থেকে তিনি ছিটকে গেলেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।দেশে ফিরে পুনর্বাসন ও বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু করবেন তিনি। এমন একজন ব্যাটারকে হারিয়ে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল বাংলাদেশের।

ট্রেনিং একাডেমি

● প্রথম পাতার পর

ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট সুদীপ পাল ওই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টে

● প্রথম পাতার পর

একইভাবে বেতন ভাতা বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল।

জুট মিলের অফিসাররা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট মামলা দাখিল করেছিলেন। গোয়াহাটি হাইকোর্টের আগরতলা বেঞ্চের তৎকালীন বিচারপতি টি ভাইফাই রিট মামলা খারিজ করে দেন। এর বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে রিট আপিল করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চ রিট আপিল মঞ্জুর করেন। রায়ে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে বলে যে সংশোধিত বেতন ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে জুট মিলের অফিসার ও শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। অন্য ৩২ টি পি এস ইউর শ্রমিক কর্মচারী ও অফিসারদের মতো তারাও সংশোধিত বেতনক্রম বিভিন্ন ভাতা সমেত ০১.০১.১৯৯৬ থেকে পাওয়ার অধিকারী। ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় সুপ্রিম কোর্টেও বহাল থাকে। এর ফলে জুট মিলের অফিসাররা দারুণভাবে উপকৃত হন। প্রত্যেকের বেতন ভাতা ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা করে বাড়িয়ে এবং বকেয়া বেতন ভাতা বাবদ প্রত্যেকেই মাথাপিছু ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা অফিসারদের মত ০১.০১.১৯৯৬ থেকে সংশোধিত বেতনক্রম ভাতা সমেত প্রদানের দাবি জানায় জুট মিল ও রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু সুবিচার মেলেনি। ২০১৭ সনে জুট মিলের তিনটি সংগঠন উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করে। রিট মামলার ফয়সালা হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সনে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি অজয় রাস্তোগির রায়ে রাজ্য সরকারকে ও জুটমিলকে নির্দেশ দেন, ০১.০১.১৯৯৬ থেকে জুট মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংশোধিত বেতনক্রম ও বিভিন্ন ভাতা প্রদান করতে হবে এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীর পাওনা হিসাব করে মিটিয়ে দিতে হবে। একক বিচারপতির রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার ও জুটমিল রিট এপিল দায়ের করে। ২০২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে উচ্চ আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মহান্তি ও এস জি চট্টোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের জুট মিলের দায়ের করা রিট আপিল গুলো খারিজ করে দেন। ডিভিশন বেঞ্চের পক্ষে বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায় একটি রায় লেখেন। এই রায়ে সমস্ত ঘটনাক্রম ও আইনি প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে উত্থাপন করে আইনি জবাব দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে স্পষ্টভাবে বলেছে, জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা সংশোধিত বেতন ক্রম ও ভাতার ক্ষেত্রে বঞ্চিত এই নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই কারণ এই বিষয়ে অফিসারদের মামলায় উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণকে সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিয়েছে। শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে মামলায় ছিলেন আইনজীবীপুরুষোত্তম রায় বর্মন, সমরজিৎ ভট্টাচার্য ও কৌশিক নাথ। আপিল মামলায় উচ্চ আদালতকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজ্য সরকার ও জুট মিল আদা জল খেয়ে লেগেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মামলা চলাকালীন প্রতিদিন দলে দলে অবসরপ্রাপ্ত জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা আদালতে আসতেন। অনেকেই অসুস্থ। অধিকাংশই আর্থিক সংকটে জেরবার। অগ্নি মূল্যের বাজারে ২০০০ টাকার ইপিএফ পেনশনই সম্বল। চোখে মুখে আশা। যদি ডিভিশন বেঞ্চে সরকারের আপিল খারিজ হয় তবে বকেয়া বেতন ভাতা বাবদ প্রত্যেকেই কয়েক লক্ষ টাকা পাবেন। কেউ হিসেব করছেন মেয়ের বিয়ে দেবেন। কেউবা ঠিক করছেন টাকাটা পেলে বসত ঘরটা সারাই করবেন। কেউবা স্ত্রীর চিকিৎসা করাবেন ও নিজের ঔষধপত্র চিকিৎসার ব্যবস্থার একটু সুরাহা হবে। মামলার তারিখ থাকলেই তারা আদালতে আসতেন। ধৈর্য হারাতেন না। হয়তো আদালতে আসার ক্ষেত্রে ভাড়া জোগাড় করাই অনেকের পক্ষে কষ্টকর। তবুও আসতেন, লড়াই জারি রাখতেন। গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে যখন উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করল , আপিল খারিজ হলো, তখন অনেকেরই চোখে আনন্দের জল। হিসেব করছেন কত পাবেন , কবে পাবেন। অনেকেরই সংশয় বেঁচে থাকতে পাবেন কিনা, কারণ শরীর জবাব দিয়ে দিচ্ছে। সরকার ও জুটমিল নাছোড়বান্দা। ডিভিশন বেঞ্চের রায় মাথা পেতে গ্রহণ না করে সুপ্রিম কোর্টে ছুটলেন সরকার ও জুটমিল। ৫০-৬০ লক্ষ টাকা খরচ করে এসএলপি দায়ের করা হলো। উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর না করায় রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ও জুট মিলের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়ে গেছে।অবশেষে গতকালকে সংবাদ এসে পৌঁছল আগরতলায়। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের এস এল পি খারিজ করে দিয়েছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায় বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সিপিএম'র

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উস্কানিতে বিজেপির দুর্বৃত্তরা মোহনভোগে টিওয়াইএফ কর্মী জয়ন্ত দেববর্মাকে মারধর করেছে। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ জানান, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া নেতৃত্বে বহিরাগতরা ব্যাপক সন্ত্রাস করেছে। শুধু তাই নয়, ভোটারদের ভোট দানে বাধা দেওয়া হয়েছে। অথচ, পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই, বক্সনগর এবং ধনপুর কেন্দ্রে সমস্ত বুথে পুনরায় ভোট হোক, সিপিএম দাবি জানাচ্ছে। পাশাপাশি সিপিএম মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার গ্রেফতার এবং সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার ও বক্সনগর এবং ধনপুরের রিটার্নিং অফিসারের অপসারণ চেয়েছে।

অঙ্গন

টিএফএ : লিগ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত লীগ কমিটির জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হচ্ছে আগামীকাল। সভায় প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের সবকটি দলের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর, রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের ম্যাচে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। লালবাহাদুরের ম্যানেজার এবং কয়েকজন সমর্থকের হাতে নিগৃহীত হন লাইন্সম্যান কার্তিক সহ অন্য রেফারিরা। রেফারি সত্যজিৎ দেববরায় তার রিপোর্ট জমা দিয়েছেন টিএফএ-তে। রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পাশাপাশি চলতি লিগ ফুটবল নিয়ে আরও কিছু কথা বলার উদ্দেশ্যে আগামীকাল লীগ কমিটির জরুরী বৈঠক ডাকা হয়েছে। সন্ধ্যা সাতটায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিস গৃহে হবে এই বৈঠক। সাম্প্রতিক মাঠে সংঘটিত অনভিপ্রেত ঘটনা সমূহ ছাড়াও চলতি লিগ নিয়ে আলোচনা হবে। রবিবারের হাই ভোল্টেজ ম্যাচের শেষে অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেফারি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিধরে কাকে কতটুকু সতর্ক করা হবে, শোকজ করা হবে, কাউকে বরখাস্ত করা হবে কিনা, সে বিষয়ে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চলতি প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাব দলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা এবং খেলোয়ার সুলভ আচরণ আশা করছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আগামীকাল লীগ কমিটির বৈঠকে সদস্যরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

NOTICE INVITING QUOTATIONS (NIQ)

College of Agriculture, Tripura invites quotations from bonafide registered supplier/citizen/ supply agencies for procurement of Sulphur Granules/Sulphur Fertilizer(90%) for the RKVY Project entitled - 'Onion- a potential crop for economic improvement of rural farming community of Tripura' at College of Agriculture, Lembucherra, West Tripura-799210. The interested Company/Supplier/Agency may submit their financial quotation documents at College of Agriculture, Tripura, within 7 days from the date of publication of this NIQ in the official website of College of Agriculture, Tripura and in leading newspapers in prescribed format as follows:-

SL	Technical Specification	Rate (per Kg)
1.	Sulphur Granules/Sulphur Fertilizer(90%)	

ICA/C-2134/23

College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

SHORT TENDER NOTICE FOR HIRING OF VEHICLE

A sealed Tender is invited for hiring of 1(one) No. **Maruti Eeco (CNG)** White Colour vehicle for official use of Dy. Director, H/Q Directorate of TRP&PTG, Agartala from the reputed traders/ institutions/ Organizations to participate in the bidding as per following format & terms & condition

Sl. No.	Name of Work	Daily detention charge in Rs. (In figure and word both)	Rate per K.M in Rs. (In figure and word both)
1	**Hiring of 1(one) No. Maruti Eeco (CNG) White Colour Vehicle for Office use.**		

1. Last date and time for tender submitting on 14/09/2023 at 3:00PM.
2. Date of opening **14/09/2023 at 4:00 PM** in the Directorate of TRP&PTG, P.N Complex, Gurkhabasti, Agartala.

All other necessary Terms & Condition can be seen in the Notice Board of the Directorate of TRP&PTG, P. N Complex, Gurkhabasti, Agartala in office hours.

(Santosh Debbarma, TFS)
Dy. Director, H/Q
(Head of Office)
Directorate of TRP&PTG
Agartala, Tripura.

ICA/C-2146/23

PNIe-T No:- 10 /EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 27/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00	Upto 3.00 P.M on 18.09.2023	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 18.09.2023 if possible
2	DNIeT No. : 28/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
3	DNIeT No. : 29/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
4	DNIeT No. : 30/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
5	DNIeT No. : 31/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
6	DNIeT No. : 32/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
7	DNIeT No. : 33/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
8	DNIeT No. : 34/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			
9	DNIeT No. : 35/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 69,95,764.00	₹ 1,39,915.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. R. D Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

ICA/C-2151/23

PERESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT- 17/EE/RD/KGT/DIV/2023/24
Dt. 02-09-2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, |Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 2.00 P.M. of 14/09/2023 for 05 nos. works. For details visit website https://trinuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No 9612590474 (M)/ e-mail- eenikgt@amail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA/C-2129/23

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

NOTICE INVITING TENDER NO:- 05/SDO/IESD/STB/2023-24 **DATED:- 04/09/2023**

Sl. No.	DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	LAST DATE AND TIME FOR Selling Tender Form	LAST DATE AND TIME FOR Receipt of Tender Form	Time and Date of Opening of Tender
1	SDO / IESD / STB /06/ 2023-24	₹ 55,593.00	₹ 1112.00	30 Days.	Up to 3:00 PM on 13-09-2023	Up to 3:00 PM on 15-09-2023	At 3:30 PM on 15-09-2023
2	SDO / IESD / STB /07/ 2023-24	₹ 77,334.00	₹ 1547.00	15 Days.			

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions are available in the office of the Sub-Divisional Officer (E). Internal Electrification Sub-Division Santirbazar, South Tripura from 11.00AM to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

Sd/- (Er. Bikas Datta)
Sub-Divisional Officer (E)
I. E Sub- Division, PWD
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-2138/23

জোলাইবাড়িতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি প্রাইজমানি ফুটবলের উদ্বোধন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। উদ্বোধনী ম্যাচে চন্দ্রপুর মর্ণিং ক্লাব খেলবে নর্থ হিছড়ার এফ কে ডি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। বুধবার হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। জোলাইবাড়ি স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। ডা: শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার। জোলাইবাড়ি ফুটবল সংস্থার উদ্যোগে হবে আসর। আগামীকাল আসরের উদ্বোধন করবেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন সমাজসেবক অজয় রিয়াং। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৩২ দল। ওই দলগুলোকে ৮ টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপ থেকে ২ টি করে দল দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার ছাড়পত্র পাবে। আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৪০ এবং ৩০ হাজার টাকা। ১২ অক্টোবর হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। উদ্যোক্তা কমিটির আহ্বায়ক ঋষিকেশ বৈদ্য এখবর জানান। তিনি বলেন,'আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মাঠকে'।

ফটিকরায়ে অটল স্মৃতি ফুটবলে নবীনছড়ার জুম্মো ক্লাব শেষ আটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। দুরন্ত জয় পেয়েছে নবীনছড়ার জুম্মো ফুটবল ক্লাব। হারিয়েছে নিউ জেনারেশন টিমকে। চার গোলে দুর্দান্ত জয়ে নবীনছড়ার জুম্মো ফুটবল ক্লাব পরবর্তী রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে। খেলা ফটিকরায়ে আয়োজিত অটল স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল মাঠে বিকেলে অনুষ্ঠিত ম্যাচ অনেকটা একতরফা ঠেকলেও কার্যত বিজিত নিউ জেনারেশন টিমের ছেলেরাও একাধিকবার গোলমুখী আক্রমণে উঠে এসে গোল পরিশোধের প্রচেষ্টা নিলেও কাজে লাগাতে পারেনি। পক্ষান্তরে নবীনছড়ার জুম্মো ফুটবল ক্লাবের জর্জ প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটে একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দিলেও দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই যেন তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসে। খেলার ৪৩, ৬১ ও ৭৫ মিনিটের মাথায় জুম্মো ফুটবল ক্লাবের ভিসা, প্রসেনজিৎ ও বৈদ্য পরপর তিনটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান ৪-০ হয়। দুই অর্ধের খেলা চলাকালীন সময়ে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি দুই দলের দুজন করে চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, অর্ণব মজুমদার, তপন নাথ ও সুপ্রিয়া দাস।

লীগ ফুটবলে ফরোয়ার্ডকে রুখে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল ত্রিবেনী সংঘ

ফরোয়ার্ড ক্লাব: ০ ত্রিবেনী সংঘ: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ফরওয়ার্ড ক্লাবকে রুখে দিয়েছে ত্রিবেণী সংঘ। এবারকার প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলে প্রথমবারের মতো দর্শকরা গোলশূন্য অমীমাংসিত ম্যাচ প্রত্যক্ষ করলো আজ। ৯০ মিনিটের খেলায় দু-দলের খেলোয়াড়রা একাধিকবার গোলমুখী আক্রমণে উঠে আসলেও কার্যত তিন কাঠিতে জালে বল জড়ানোর কাজটি কেউ করতে পারেনি। আখেরে গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিতভাবে ম্যাচটি নিষ্পত্তি হয়েছে।

ড্র-এর সুবাদে দু-দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। কার্যত ফরোয়ার্ড ক্লাব পয়েন্ট তালিকার শিখরে উঠে এসেছে তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয় এবং একটিতে ড্র-এর সুবাদে ৭ পয়েন্ট পেয়ে।

ত্রিবেণী সংঘও চার ম্যাচের শেষে দুটিতে জয় ও একটিতে ড্র-এর সুবাদে পয়েন্ট সাত হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে তারা এই মুহূর্তে ফরওয়ার্ডের ঠিক এক ধাপ পেছনে রয়েছে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৩	২	১	০	৬-৩	৭
ত্রিবেণী সংঘ	৪	২	১	১	৫-৫	৭
লালবাহাদুর	৩	২	০	১	৯-১	৬
রামকৃষ্ণ	২	২	০	০	৭-১	৬
এগিয়ে চলো	২	২	০	০	৪-০	৬
জুয়েলস	৪	১	০	৩	৯-১০	৩
টাউন ক্লাব	৩	১	০	২	৪-৭	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৩	১	০	২	৫-১১	৩
ফ্রেন্ডস ইউ:	৪	০	০	৪	৬-১৭	০

স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের ১৪ তম খেলায় ত্রিবেনী সংঘ ও ফরোয়ার্ড ক্লাবের ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এমনকি দুই অর্ধের পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি কাউকে হলুদ কার্ড দেখানোর প্রয়োজন মনে করেননি।

ম্যাচটিকে ঘিরে দর্শকরা বলাবলি করছেন 'কার্ড লেস, গোল লেস ম্যাচ' হিসেবে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেব নাথ, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস ও পল্লব চক্রবর্তী। দিনের খেলা: রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব। বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

লীগ ফুটবলে জয়ের হ্যাট্রিকের লক্ষ্যে রামকৃষ্ণ আজ টাউন ক্লাবের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। জয়ের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। প্রতিপক্ষ ঐতিহ্যবাহী দল টাউন ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল সাড়ে ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। দুদলই মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। টাউন ক্লাব ৩ ম্যাচ খেলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পাওয়া ছাড়া ২ টি ম্যাচেই পরাজিত হয়েছিল। অপরদিকে ২ ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয়লাভ করে আপাতত লিগ টেবিলের প্রথম সারিতে রয়েছে আরও চার দলের সঙ্গে। আগামীকাল ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে কৌশিক রায়ের রামকৃষ্ণ ক্লাব।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শক্তির বিচারে টাউন ক্লাব থেকে অনেক এগিয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাব। এদিন সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলন শেষে শিল্ডে রানার্স ট্রফি জয়ী রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ কৌশিক রায় বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য লিগ জয় করা। তা মাথায় রেখেই প্রতি ম্যাচে মাঠে নামছে আমাদের ছেলেরা। প্রতি ম্যাচই আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জয় ছাড়া আমরা কিছুই ভাবছি না। কাগজে কলমে টাউন ক্লাব কিছুটা দুর্বল দল হলেও আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের মতোই শক্তিশালী দল।

তাই সেরা একাদশই মাঠে নামাবো। লক্ষ্য থাকবে শুরুতেই গোল তুলে নেওয়া। যাতে শেষের দিকে ঠান্ডা মাথায় খেলতে পারে ছেলেরা'। এদিকে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা। কোচ রূপক মজুমদার গোটা দলকে তাঁতিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। রূপক স্পষ্টভাবেই বলেন, 'আমার ছেলেরা যদি নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পারে তাহলে ৯০ মিনিট লড়াই জমবেই'।

মিস্টার ইন্ডিয়া বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজ্যদলের রওয়ানা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য দল রওনা হচ্ছে আগামীকাল।

প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। রাজ্য দলের পরিসর ছোট হলেও রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সাফল্য প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আগামী ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর নিউ কোচবিহারের পন্ডিচেরিতে হবে ক্লাসিক মিস্টার ইন্ডিয়া বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা। এতে রাজ্য দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনজন দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী শ্রীকান্ত দাস, সায়ন দে এবং তৃষাণ দেব। কোচ হিসেবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন রাজীব সাহা। এছাড়া, এই আসরে আইবিবিএফ জাজ হিসেবে দায়িত্ব সামলাতে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন অল ত্রিপুরা বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বাদল সাহা।

রাজ্য দলের প্রতিযোগীরা মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার নির্বাচনী শিবিরেও অংশগ্রহণ করবেন। আগামীকাল-ই রাজ্য দল শহর ত্যাগ করবেন।

রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

কমলপুর কলেজ মাঠে রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত রাজ্য ভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা - ২০২৩, অ্যাথলেটিক্সের আসর কমলপুর কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে, ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর। অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ ও অনূর্ধ ১৯ বছর বালক- বালিকাদের বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা হবে। ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে এই আসরের উদ্বোধন হবে। তার পরেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় এবং অফিসিয়ালরা যথারীতি প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই কমলপুর কলেজ মাঠে রিপোর্ট করবে। মোট ৬৯টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে উভয় বিভাগে। এ উপলক্ষে এখন প্রস্তুতি জোর কদমে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্ব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে নিচ্ছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর সম্মাননা পেলেন শিক্ষাবিদ প্রয়াত নগেন্দ্র জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষক দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এই বছর বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও শ্রেষ্ঠত্বের নিরীখে বিভিন্ন বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করা হয়। এ বছর (২০১৩) পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মাননা দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবং চিকিৎসার সাথে যুক্ত অন্যান্য সহকর্মীদের। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য সম্মানে (মরণোত্তর) ভূষিত করা হয় বিষ্টি শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত নগেন্দ্র জমাতিয়াকে। তাঁর পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করেন পুত্র ডঃ কাহামানুক জমাতিয়া।
মহারানী তুলসীবতী সম্মান প্রদান করা হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সহিষ্ণু জমাতিয়াকে। ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সম্মান দেওয়া হয় বিশিষ্ট সমাজসেবী ভীষ্ম গুপ্তকে।
তাছাড়াও অনুষ্ঠানে ২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষক সম্মাননা-২০২৩ প্রদান করা হয়। এরা হলেন আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড় আশীষ মিত্র, টি আই টি'র অধ্যাপিকা ড় ঝুনু দেববর্মা, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জহরলাল সরকার, প্রধান শিক্ষক উত্তম দেববর্মা, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুকমল কান্তি দাস, স্নাতকোত্তর শিক্ষিকা সহেলী দত্ত রায় ঘোষ, স্নাতকোত্তর শিক্ষক গোপাল দাস, স্নাতকোত্তর শিক্ষক সুকুমার সেন, স্নাতকোত্তর শিক্ষক অজয় ত্রিপুরা, স্নাতকোত্তর শিক্ষিকা সীমা ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক (প্রাথমিক বিভাগ) রঞ্জিত চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক (প্রাথমিক বিভাগ) দুলাল চক্রবর্তী, সহকারি শিক্ষিকা সীমা ভট্টাচার্য, স্নাতক শিক্ষিকা মাধুরী দেবনাথ, স্নাতক শিক্ষক দীপন রায়, স্নাতক শিক্ষক অমল

এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক পরিবহন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের বর্তমান সরকার বহু বছর ধরে পরিত্যক্ত কৈলাসহর বিমানবন্দরটিকে পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।আজ সচিবালয়ে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।এদিন কৈলাসহর বিমানবন্দর পুনরায় চালু করা সহ বিমান পরিষেবার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
প্রসঙ্গত,গতকাল কৈলাসহর এয়ারপোর্ট পরিদর্শনে এসেছিলেন ভারতের বেসামরিক বিমানচালন মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অপারেশন এক্সপার্ট ও টেকনিক্যাল টিমের আধিকারিকরা। দিল্লী থেকে তিনজন, গুয়াহাটি থেকে তিনজন ও আগরতলা থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি মিলে মোট এগারোজন প্রতিনিধি গতকাল কৈলাসহর বিমানবন্দরটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।
জানা গিয়েছে স্পাইস জেট ও অ্যালায়েন্স এয়ার কৈলাসহর থেকে বিমান পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তবে স্পাইস জেটের ছোট বিমান না থাকার ফলে জানা গেছে, অ্যালায়েন্স এয়ার এর ছোট বিমান এই রুটে চলাচল করবে, কারণ কৈলাসহর বিমানবন্দরে বড় বিমান ওঠানামা করানো সম্ভব নয়। সূত্রের খবর, পরিত্যক্ত কৈলাসহর বিমানবন্দরটিকে পুনরায় চালু করার জন্য দুটি পর্যায়ে কাজ হবে। প্রথম পর্যায়ে বর্তমানে যে রানওয়েটি রয়েছে তার সংস্কার করে ছোট বিমান চালানোর ব্যবস্থা করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বড় বিমান নামার ক্ষেত্রে বিমানবন্দর সম্প্রসারণ করে বড় ধরনের রানওয়ে সহ অত্যাধুনিক এয়ারপোর্ট তৈরি করার

পরিকল্পনা রয়েছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার। বর্তমান এয়ারপোর্টটি সংস্কার করে পুনরায় চালু করার ক্ষেত্রে আরও কয়েকবার বিমানবন্দর পরিদর্শন করতে এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার আধিকারিকরা কৈলাসহরে আসবেন।

বিশালগড়ে নানা অনুষ্ঠানে পালিত হল রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ সেপ্টেম্বর।। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জনপ্রিয় গ্রামীন সংগঠনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় শিক্ষক দিবস।গ্রামীন সংগঠনের অফিস ঘরে দুপুর বারোটায় বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা মিলে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস রূপে পালন করেন। প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি রুকসানা বেগম, ব্লকের বিএমসি সদস্য দেবশ্রী সাহা, জনপ্রীয় গ্রামীন সংগঠনের সভাপতি সুচিত্রা রায় চৌধুরী, স্ব-সহায়ক দলের আইমেন্টর দুলালি দেব, সুজিতা গোস্বামী, সুমনা ভৌমিক সহ বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে সভাপতি সুচিত্রা রায় চৌধুরী শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। কেন গ্রামীন সংগঠনে এই শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। একজন সাধারণ নারী স্ব-সহায়ক দলের সদস্য হয়ে বিভিন্ন নিয়ম নীতি মেনে একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগী হতে পারে। একজন সাধারণ নারী থেকে একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোগী হওয়ার শিক্ষা এই গ্রামীন সংগঠন থেকে পায়।তাই শিক্ষক দিবস স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট কচিকাঁচারা আবৃত্তি, নৃত্য ও গান পরিবেশন করে।স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরাও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। আবৃত্তি শেষে কচিকাঁচাদের নিয়ে অতিথিরা মিলে কেক কেটে সকলের মধ্যে মিষ্টি ও কেক বিতরণ করা হয়।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ইসকনে তিনদিনের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ইসকনের তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ইসকন। শুধুমাত্র আগরতলাতেই নয়, যেখানে যেখানে ইসকনের শাখা রয়েছে সব জায়গাতেই এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।
৫২৪৯ তম জন্মাষ্টমী পালিত হবে এবছর। কথিত আছে আজকে থেকে ৫২৪৯ বছর আগে কংসের কারাগারে জন্ম হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের। হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকেরা প্রতিবছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে জন্মাষ্টমীতে আনন্দে মেতে ওঠে। বিভিন্ন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় এই জন্মাষ্টমী উৎসব। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ইসকন মন্দিরে জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বলতে গিয়ে ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ (ইসকন ত্রিপুরার রিজিওনাল সেক্রেটারী) জানান, এবছরের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আগরতলাস্থিত ইসকন মিশন তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগরতলার পূর্বাশা প্রাঙ্গনে হবে এবারের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকছে শিশুদের বসে আঁকো , যেমন খুশি সাজো থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এছাড়াও একদিন অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যদের। অনুষ্ঠানে আগরতলাবাসীদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইসকনের তরফে।

বক্সনগরে ভোট দিলেন বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে বক্সনগর কেন্দ্রে আশাবাড়ি উত্তর হাইস্কুলের ১৫ নং বুথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী তফাজ্জল হোসেন গনদেবতাদের কাছে আহ্বান করেন গণতন্ত্রের মহাপর্বে বক্সনগরে বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য। সাথে তিনি শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।
তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এবারের উপনির্বাচনে সিপিএমের জমানত জব্দ হয়ে যাবে।কারণ,মানুষ বুঝতে পেরেছে সিপিএমের দ্বারা বক্সনগরে উন্নয়ন সম্ভব নয়।একমাত্র ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পক্ষেই সম্ভব রাজ্যে উন্নয়ন করা। তাঁর দাবি, উৎসবের মেজাজে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন তাতে স্পষ্ট গনদেবতারা উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দান করবেন।সাথে তিনি বক্সনগর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

ধনপুরে বিপুল ভোটে জয়ী হবেন আশাবাদী বিন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ সেপ্টেম্বর।। সকাল সাতটা থেকে ত্রিপুরায় দুটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ধনপুর কেন্দ্রে চন্দুল কালাপাথীয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বিজেপি প্রার্থী বিন্দু দেবনাথ।
বিন্দু দেবনাথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ধনপুর কেন্দ্রের গনদেবতারা উন্নয়নের নিরিখে ভোট দিচ্ছেন। তাঁর দাবি, এখন পর্যন্ত ভোটের শতাংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন, এখন শুধু ভোটের ফল প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুনছেন জনগন। ধনপুর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হবে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

ছাপা ভোটের অভিযোগ সিপিএম প্রার্থী কৌশিক চন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ সেপ্টেম্বর।। উপনির্বাচনে ধনপুর কেন্দ্রে কাঠাঁলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রনাগারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন সিপিআইএম প্রার্থী কৌশিক চন্দ।
কৌশিক চন্দ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন,অগণতান্ত্রিক ব্যবসার মধ্য দিয়ে ধনপুর কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হচ্ছে। ভবানীপুর, বড়পাথরী ভোট কেন্দ্র সহ আরও বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট দেওয়া হচ্ছে।গণদেবতাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হচ্ছে।একপ্রকার অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।
তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে ভয় ভীতি ও হুমকি দিয়ে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে। উপনির্বাচনে ভোটের নামে প্রহসন চলছে। প্রসাশন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

বাইখোড়ায় জন্মাষ্টমীর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর।। অন্যান্য বছরেরন্যায় এইবছরও বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জীউ মন্দিরে বড় আকারে অনুষ্ঠীত হতেযাচ্ছে জন্মাষ্টমী মহোৎসব। এই জন্মাষ্টমী মহোৎসবকে কেন্দ্রকরে মন্দিরে ব্যাপকহারে চলছে প্রস্তুতির কাজ। মন্দিরের প্রভুজিরা মন্দির বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে তুলতে ব্যাপকহারে প্রস্তুতি চালিয়েযাচ্ছে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মন্দিরের প্রধানপুরহিত প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস জানান অন্যান্য বছরের তুলনায় এইবছর বড় আকারে জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠীত করাহবে। এইবছর অন্যান্যবছরের তুলনায় দ্বীগুন ভক্তদের সমাগম ঘটবে। প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস জানান জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর বিশ্বশান্তি উপলক্ষ্যে এক যঞ্জ অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছে এবং বিকেল তিন ঘটিকায় বাইক রেলির মাধ্যমে এক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠীত করাহবে। এছারা সারা রাত ব্যাপী চলবে নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আগামী ৬ তারিখ অধিবাসের মাধ্যমে জন্মাষ্টমীর শুভ সূচনাকরাহবে। প্রভুজি জানান এইবছর অনেকের মনে প্রশ্নজাগছে আসলে জন্মাষ্টমী ৬ তারিখ নাকি ৭ তারিখ। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভু করুনেশ্বর মাধবদাস জানান ধর্মীয় শাস্ত্র অনুযায়ী আগামী ৭ই সেপ্টেরম্বর জন্মাষ্টমী পালন করাহবে। এই জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্রকরে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জীউ মন্দিরে রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে ভক্তদের সমাগম ঘটবে।

তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতে জনজীবন ব্যাহত

হায়দরাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। তার ফলে ওইসব জেলায় স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছে। তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, রাঙ্গারেডি, মেধকাল, ভিকারাবাদ এবং অন্যান্য জেলার জেলা কালেক্টররা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছেন।তেলেঙ্গানা স্টেট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং সোসাইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭টি জেলায় মঙ্গলবার সকাল ৭টা পর্যন্ত ১১৫.৮৮ মিলিমিটার থেকে ১৪৪.৫৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে ভিকারাবাদের অনেক জায়গায় জল জমে রয়েছে। সোমবার থেকে অবিরাম বৃষ্টি শুরু হয়ে মঙ্গলবারেও তা থামেনি। তারফলে হায়দ্রাবাদ শহরের বেশ কয়েকটি অংশে জল জমে যানজটের সম্মুখীন হয়েছে মানুষ। হায়দ্রাবাদের কালেক্টর শহরবাসীর উদ্দেশ্যে এক্স-এ পোস্ট করে আবেদন করেছেন, 'বাড়ির ভিতরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন'। আবহাওয়া দফতর তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলায় মঙ্গলবার ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে।

ইনডিপেনডেন্স মহোৎসব স্কিম-২০২৩ চালু করল তেল কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনডিপেনডেন্স মহোৎসব স্কিম-২০২৩' শীর্ষক মহা ধামাকা স্কিম চালু করলো দেশের ভোজ্য তেল উৎপাদক কোম্পানির গুলোর মধ্যে অন্যতম আগ মার্কা গ্রেড ওয়ান কোম্পানি 'রাণি'। গত ২৮শে আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই স্কিম চালু থাকবে আগামী ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত। সাতটি স্তরে এই স্কিমে টার্গেট পূরণ করলে কোম্পানির বাষট্টিতম উৎপাদন বর্ষে বিক্রি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে আজ উদয়পুর গ্রোসারি মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর ছনবন প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির মিলনায়তনে। উপস্থিত ছিলেন রানি কোম্পানির সেলম্যানেজার বি এস বরনোয়াল। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে উদয়পুর গ্রোসারি মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশনর সভাপতি শংকর লাল সাহা,সম্পাদক উত্তম রায়, উদয়পুরের সিনিয়র ব্যবসায়ী-হীরালাল সাহা, নিবাস সাহা, আগরতলা ডিস্ট্রিবিউটর যথাক্রমে অসিত মোদক ,জয়দেব দেবনাথ ও আগরতলার প্রবীণ ব্যাবসায়ি সুরেশ দেবনাথ প্রমুখ। সভায় বক্তব্য রাখেন আগরতলার প্রবীণ ব্যাবসায়ি সুরেশ দেবনাথ, উদয়পুর গ্রোসারি মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশনর সম্পাদক উত্তম রায় এবং রাজস্থানের ভরতপুর বি আর অয়েল মিলসথেকে আগত রানি কোম্পানির সেলসম্যানেজার বি এস বরনোয়াল। আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত উদয়পুরের সিনিয়র সাংবাদিক অপুরাম সরকার কোম্পানির নিকট কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যেমন- ভোক্তাদের জন্য আরও কম দামে ভোজ্য তেল সরবরাহ করা, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে উদয়পুর সহ ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মাননা দেওয়া এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারে সারা বৎসরের জন্য ভোজ্য তেল সরবরাহ করা সহ আরো অনেক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। আলোচনার পর উদয়পুর গ্রোসারি মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশনর সমস্ত সদস্যদের নিয়ে নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয় এবং উদয়পুর গ্রোসারি মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশনর ১০৮জন সদস্যদের মধ্যে রাজস্থানের ভরতপুর বি আর অয়েল মিলসথেকে আগত রানি কোম্পানির সেলসম্যানেজার বি এস বরনোয়াল সহ ব্যবসায়ীদের হাতে মূল্যবান উপহার তুলে দেওয়া হয়।এই অনুষ্ঠানে উদয়পুর গ্রোসারি মার্চেন্ট এস্যোসিয়েশনর সদস্য তথা ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

কাটিহারে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১

কিশনগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিহারের কাটিহারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম প্রীতম কুমার(২৫)। পূর্নিয়ার মুফসিল থানা এলাকার মঝুয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পঞ্জাবে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। পনেরো দিন আগে ছুটিতে পূর্ণিয়ার বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পূর্ণিয়া জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রীতম তাঁর ভাই গৌরব কুমারকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণিয়া থেকে কাটিহার রেলস্টেশনে পঞ্জাবে যাবার জন্য টিকিট কাটতে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল। সেসময় অপরদিক থেকে কাটিহারের হাসানগঞ্জের বাসিন্দা বিট্টু কুমার দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে আসছিল। এরপরই কাটিহারের চাঁদপুর গ্রামের কাছে কনহরিয়া রোডের রিগা পুলের কাছে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পূর্ণিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা প্রীতম কুমারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত দুজন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার পর পূর্নিয়ার মঝুয়া গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে খোয়াইয়ে মিছিল বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ সেপ্টেম্বর।। বেকারের কর্মসংস্থান, শূন্যপদ পূরণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ , রেগায় পর্য্যাপ্ত কাজ ও বন আইন সংশোধন বিল বাতিল করা সহ বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সপ্তাহব্যাপী প্রচার কর্মসূচীর অংগ হিসেবেই মঙ্গলবার ছিল খোয়াই চাম্পাহাওরের মিছিল ও জমায়েত। বেলা ঠিক বারোটায় সিপিআই(এম) দলের মিছিল বের হয় চাম্পাহাওর ব্লক চৌমুহনী থেকে। মিছিলটি ভারত সর্দার পাড়া দ্বাদশ স্কুল কমপ্লেক্স হয়ে ভাটি ময়দান সড়ক ধরে তুলাশিখর ব্লক কম্পেক্স অতিক্রম করে মিছিল আবার এসে জড়ো হয় চাম্পাহাওর চৌমুহনীতে। সিপিআই(এম) নেতা শচীন্দ্র দেববর্মা ছিলেন জমায়েতের সভাপতি। প্রাক্তন মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) খোয়াই জেলা সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা ও মহকুমা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা। এদিনের মিছিল জমায়েতে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদ্বয় পলাশ ভৌমিক ও সুবোধ দেববর্মা, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদ্বয় নন্দলাল দেববর্মা ও বিদ্যাচরণ দেববর্মা। জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঘোর দেববর্মা বলেন, বি জে পি বলে ওদের নাকি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার।এই সরকার নাকি সুশাসনের সরকার। আসলে দেশের মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন যে, এই সরকার আসলে ডাবল ইঞ্জিনের একটি জাঁতাকল।দেশের গরীব শ্রমজীবী মানুষকে পিষে মারছে মোদির এই দানবীয় ডাবল ইঞ্জিন।সুশাসনের শ্লোগান তুলে ওরা দেশে দুঃশাসনের দানবরাজ কায়েম করেছে।সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলে বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে মানুষের জীবন জীবিকা রুটি রুজি রোজগার। কৃষি , শিল্প সহ সব ক্ষেত্রেই আজ মোদির জমানায় এক অভূতপূর্ব সংকট। কৃষকের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। কৃষকের জন্য ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ।ঋণগ্রস্ত কৃষক দেনার দায়ে বেছে নিচ্ছেন আত্মহননের পথ। ফসলের নায্য দাম না পেয়ে শোধ করতে পারছেন না মহাজনের চড়া সুদের ঋণ। ফসল উৎপাদনের খরচ পড়ছে দ্বিগুণ। সারের ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে প্রতিদিন। মুনাফা লুটছে কর্পোরেট আর অসাধু ব্যবসায়ীরা ও ফাটকাবাজ ধুরন্ধর দালালেরা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হচ্ছে। বেকারী বাড়ছে হু হু করে। শূন্যপদ পড়ে রয়েছে লাখ লাখ। কিন্তু এরপরেও লোক নিয়োগ নেই।বেকার যুবকেরা আজ দিশাহীন। রেগার প্রকল্পে কাজের দেখা নেই। বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে উদ্যত মোদির সরকার। অথচ রেগার অর্থে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি।যা এককথায় হরির লুট। অঘোর দেববর্মা বলেন, বি জে পি বরাবরই উপজাতি বিদ্বেষী। ওরা সংসদে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসন্ন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ইসকন মন্দিরের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ইসকন কর্তৃপক্ষ। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।